# সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্ব

## বিশেষ শিক্ষা


শিক্ষক: রেভা. স্টিভ্ ওহ


*Special Class on*

# *Reformed Theology*

*by*


*Rev. Steve Oh*

*Sydney Living Hope Community Church,*

*Sydney, Australia*



Grace Bible Academy

B-36 Nandan Kanan, Kolkata 700 075

Tel. (033) 2416 1475

# মণ্ডলী সংস্কারের পাঁচটি কেবল *(Five Solas of the Reformation)*

**১ম দিন; ১ম পর্ব**

- আগামী ৪ দিন ধরে আমরা একসঙ্গে সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্ব অধ্যয়ন করব।
- এই দিনগুলিতে যে পদ্ধতিতে আমরা  অধ্যয়ন করতে চলেছি, তা হল:
- প্রথম দিনে আমরা সংস্কার পন্থী ঈশতত্ত্বের ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি দেব।
- আগামীকাল, ২য় দিনে, আমরা সুসম্বন্ধ ঈশতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কারপন্থী  ঈশতত্ত্বকে দেখব।
- ৩য় দিনে, মুক্তিপ্রকল্পের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ *(Redemptive-Historical perspective)* থেকে সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্বকে দেখব।
- ৪র্থ দিনে, সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি দেখব।

- আজ আমরা সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে মণ্ডলী সংস্কারের ঐতিহাসিক ভিত্তির প্রতি প্রথমে দৃষ্টি দেব।
- কিন্তু কেবল মণ্ডলী সংস্কারের সময়কার ইতিহাস দেখার পরিবর্তে, আমরা এর সঙ্গে জড়িত সংস্কারের ‘‘পাঁচটি কেবল’’ *(Five Solas)*  আলোচনা করব।
- আমরা মণ্ডলী সংস্কারের সময় থেকে আরও পিছিয়ে যাব এবং মণ্ডলীর ইতিহাসে সত্য সুসমাচারের পক্ষে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের দেখব।
- সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকে  এমন যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, এই আন্দোলন ছিল মণ্ডলীকে ভেঙ্গে ফেলার একটি আন্দোলন।
- এর দ্বারা সেই সমস্ত চিন্তা, শিক্ষা ও মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল, যেগুলি ছিল নতুন।
- আমি আপনাদের দেখাব, এ কথা সত্য নয়।
- সংস্কারের মতবাদসমূহ বাইবেলের মতবাদ, এবং এগুলি মণ্ডলীর প্রথম যুগ থেকেই বিশ্বাস করা হয়েছে ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

## ১। কেবল শাস্ত্র

- ‘‘পাঁচটি কেবলের’’ মধ্যে প্রথমটি হল ‘‘**কেবল শাস্ত্র**’’ *(Sola Scriptura)*
- কেবল বাইবেলের দ্বারা
- সংস্কারকরা *(Reformers)* যখন ‘‘কেবল শাস্ত্র’’ এই কথা ব্যবহার করেছিলেন, তখন তাঁরা বাইবেলের ক্ষমতার বিষয় তাদের চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন।
- তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, বাইবেলই আমাদের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।
- পোপ নয়, মণ্ডলী নয়, মণ্ডলীর পরম্পরা নয়, অথবা মণ্ডলী সম্মোলন নয়, ব্যক্তিগত ইঙ্গিত অথবা প্রাসঙ্গিক অনুভূতিও নয়, কিন্তু কেবল শাস্ত্র।
- অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষমতার উৎসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিষয় থাকতে পারে।

- কতকগুলি এমনকী ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত, যেমন মণ্ডলীর নেতাদের ক্ষমতা, দেশ বা রাজ্যের ক্ষমতা, অথবা সন্তানদের উপর পিতামাতার ক্ষমতা হতে।
- কিন্তু একমাত্র শাস্ত্রই সত্য চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।
- অতএব, অন্যান্য ঐ সমস্ত ক্ষমতার বিষয় যদি বাইবেলের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তাদেরকে বাইবেলের দ্বারা বিচার করতে হবে ও বর্জন করতে হবে।
- এ বিষয়ে আমরা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে দেখব, তিনি জন্ ওয়াইক্লীফ *(John Wycliffe)*।

## <u>জন্ উইক্লীফ (কেবল শাস্ত্র)</u>

- আপনাদের কেউ জন্ উইক্লীফের বিষয় শুনেছেন ?
- আজকের দিনে উইক্লীফ নামে একটি মিশন সংস্থা আছে, যারা মূলতঃ বাইবেল অনুবাদের কাজ করে থাকে।
- এই মহান ব্যক্তির নামের অনুকরণে অনেকের নামও আছে।
- ১৩৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন।
- মধ্যযুগের মণ্ডলী সেই সময় আধ্যাত্মিক অন্ধকার যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছিল।
- সেই সময়টীকে অন্ধকারের যুগ বলা হয়েছে, কারণ সত্যই তখন ইউরোপে অন্ধকার ছায়া করেছিল।
- অন্ধকার
- সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অন্ধকার।
- আর সবার উপরে ছিল আধ্যাত্মিক অন্ধকার।
- সেই সময় মণ্ডলী মানুষের জীবনের উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল এবং মণ্ডলী ছিল অর্থ ও সম্পত্তিতে ধনী।
- এর অধীনে ছিল ইংল্যাণ্ডের এক তৃতীয়াংশ ভূমি (জমি)। অপর দুই তৃতীয়াংশ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার।
- পাশাপাশি মণ্ডলী ছিল দূষিত, পাপ থেকে ক্ষমালাভের পরিবর্তে দরিদ্র মানুষেদের কাছ থেকে অর্থ দাবি করা হত।
- এই সময়, ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দে বুবোনিক মহামারীতে *(bubonic plague)* মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে আসে।
- ঐতিহাসিকদের অনুমান, জনসংখ্যার ১/৩ থেকে ১/২ ভাগ মানুষ মারা যায়।
- সমস্ত দেশ থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়, পরিস্থিতি এমন হয় যে মৃতদের কবর দেবার জন্য যথেষ্ট জীবিত লোক পর্যন্ত ছিল না।
- এমন পরিস্থিতি থেকে উইক্লীফ অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান।
- কিন্তু এই ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে—আধ্যাত্মিক আলোকে তিনি এই মহামারীকে দেখেন।
- তাই তিনি দীর্ঘ সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় কেঁদে কাটান, এবং পথ প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি করেন।
- যখন তিনি বাইবেল পাঠ করছিলেন, যা তখন কেবল লাতিন ভাষায় পাওয়া যেত, সেই বাইবেলের মধ্যে তিনি আলো ও পথ খুঁজে পান।
- তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে, এ বিষয়ে তাঁর দেশবাসী সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল।

- তাদের কাছে কোনও বাইবেল ছিল না, আর তাদের বেশির ভাগ মানুষ ল্যাতিন পড়তে পারত না, আবার বেশিরভাগ মানুষ ছিল নিরক্ষর।
- এই দিকটির প্রতি উইক্লীফ তাঁর জীবনকে পরিবর্তিত করেন।
- ১৬ বৎসর বয়সে, তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে যান।
- ১৩৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঈশতত্ত্বে ডক্টরেট লাভ করেন, এবং তাঁকে অক্সফোর্ডের প্রথম সারির ঈশতাত্ত্বিক বলে ধরা হয়।
- ‘‘সাধারণ মানুষের কর্তৃত্ব’’ নামক পুস্তকে তিনি এমন কথা লেখেন যে, ভয়ঙ্কর পাপপূর্ণ জীবনধারণকারী অধার্মিক লোকদের কর্তৃত্ব করার কোনও ক্ষমতা নেই।
- অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থন থাকার ফলস্বরূপ তাঁর দ্বারা মণ্ডলীর এই সমালোচনা সম্ভব হয়েছিল।
- উইক্লীফ কেবল মণ্ডলীর দূষিত অনুশীলনের সমালোচনা করেননি, কিন্তু তিনি এই সমস্ত দূষণের পশ্চাতে ভ্রান্ত মতবাদকেও নির্দেশ করেন।
- তাঁর চিন্তায়, মণ্ডলী ছিল খ্রীস্টের দেহ, তাই তার একমাত্র মস্তক হলেন যীশু।
- তাঁর কথায়, পোপতন্ত্র বা পোপ হল মানুষের তৈরী পদ, ঈশ্বরের তৈরী নয়।
- প্রভুর ভোজের বিষয় রোমীয় মণ্ডলী ‘‘বিষয়বস্তুর পরিবর্তনে’’ বিশ্বাস করত।
- তাদের চিন্তায়, রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশুর দেহ ও রক্তে পরিবর্তিত হয়।
- ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে, এই চিন্তা মণ্ডলীর সর্বসম্মত বিধি হিসাবে গৃহিত হয়।
- উইক্লিফের চিন্তায়, এই শিক্ষার কোনও বাইবেল ভিত্তি ছিল না।
- তাই তিনি ধারাবাহিকভাবে একে আক্রমণ করেন, এবং তিনি একে ঈশ্বর-নিন্দাকারী কপটতা বলেন।
- মণ্ডলীর সঙ্গে উইক্লীফের বিবাদের কারণ এই নয় যে, তিনি সমালোচক ছিলেন।
- কিন্তু তার কারণ হল, শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির পরিণাম।
- তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, আমরা কী বিশ্বাস করব, তা কেবল বাইবেলই বলতে পারে।
- এর ফলস্বরূপ, তিনি বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান।
- আর তাই উইক্লীফ ও তাঁর পণ্ডিত সঙ্গীরা বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ শুরু করেন।
- আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রিন্টিং মেশিন আবিষ্কারের পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল, আর তাই প্রতিটি বই হাতে লিখতে হত।
- এই কাজ শেষ হবার পূবেই উইক্লীফ মারা যান।
- এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৩০ বৎসর পর কনস্টান্সের সম্মেলনে তাঁর লেখাকে ভ্রান্তশিক্ষা আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাঁর বই ও হাড় পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ করা হয়।
- ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে, মাটিখুঁড়ে তাঁর দেহবশেষ পুড়ানো হয় ও ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
- আর আজ, উইক্লীফকে একজন অন্যতম প্রধান প্রস্তাবক জ্ঞান করা হয়, যাঁর জীবন ও কাজ মণ্ডলী সংস্কারের আগমনকে প্রভাবিত করেছিল।
- আর তিনি তাঁর জীবনের দ্বারা ‘‘কেবল শাস্ত্রের’’ তত্ত্ব প্রদর্শন করেছেন।

## ২। কেবল খ্রীস্ট

- কেবল খ্রীস্ট *(Sola Cristus)*
- '৫টি কেবলের' পরবর্তী বিষয় হল ''কেবল খ্রীস্ট''।
- কেবল খ্রীস্টের দ্বারা।
- মধ্যযুগের মণ্ডলী খ্রীস্টের বিষয় বলেছিল।
- সেই মণ্ডলীকে খ্রীস্টীয় মণ্ডলী হিসাবে দাবি করা খুব কঠিন ছিল।
- কিন্তু মধ্যযুগের মণ্ডলী খ্রীস্টের কাজের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন কৃতীত্বকে যুক্ত করেছিল।
- তাই, আমাদের পরিত্রাণকে সম্পূর্ণভাবে খ্রীস্ট ও তাঁর প্রায়শ্চিত্তের ফল হিসাবে বর্ণনা কঠিন ছিল।
- সংস্কারকদের ধারণায়, এটিই ছিল সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষার সব থেকে গোঁড়ার কথা।
- তা ছিল ঈশ্বরের কাজের সঙ্গে আমাদের ধার্মিকতার সমষ্টি।
- এই ভ্রান্তি দূর করতে সংস্কারকরা ''কেবল খ্রীস্টের'' সূত্রের কথা বলেছিলেন।
- এর দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, কেবল ঐতিহাসিক যীশু খ্রীস্টের মধ্যস্থতাকারী কাজের দ্বারা সমস্ত বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের কাজ একবারই সম্পন্ন হয়েছে।
- আমাদের ধার্মিকগণনার জন্য কেবল তাঁর নিষ্পাপ জীবন ও পরিবর্ত প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট, এবং যে কোনও সুসমাচার, যা তা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়, অথবা তা অস্বীকার করে, তা মিথ্যা সুসমাচার এবং তা কাউকে পরিত্রাণ দিতে পারে না।
- এই কেবল খ্রীস্টের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক চরিত্র জড়িত, তিনি হলেন আথানাসিউস *(Athenasius)*।

### <u>অ্যাথানেসিয়াস (কেবল খ্রীস্ট)</u>

- আরিয়ান দ্বন্দ্বে (বিরোধে), আরিউসের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন অ্যাথানেসিয়াস।
- অ্যাথানেসিয়াস ২৯৬-৩৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন।
- তিনি অবিরাম খ্রীস্টের অবমাননাকে বাধা দিয়েছেন, খ্রীস্ট যে একাধারে সম্পূর্ণ মানুষ ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, তার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।
- সম্রাট কন্স্টানটিন অ্যাথানেসিয়াসের মনোভাবের মধ্যে বিভেদকারী ও মণ্ডলীর পক্ষে উত্তম নয়, এমন বিষয় দেখেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।
- তাঁকে ৫ বার নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল।
- যখন অনেক লোক কন্স্টানটিনের সহযোগী ছিল ও তাঁর সুনজর পাবার জন্য তাদের বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিচ্ছিল, তখন কিন্তু অ্যাথানেসিয়াস দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন।
- কারণ তাঁর কাছে এটি ছিল আমাদের পরিত্রাণের প্রধান দিক।
- খ্রীস্ট যদি একাধারে সত্য ঈশ্বর ও সত্য মানব না হতেন, তাহলে আমাদের পরিত্রাণের কোনও আশা ছিল না।
- তাঁর জীবনে, তাঁর বিরুদ্ধে অনেক দোষারোপ করা হয়েছিল, এক ঘরে করা হয়েছিল।
- তথাপি তিনি পালিয়ে যাননি, লড়াই করেছেন।

- এবং যদিও তিনি তাঁর মনোভাবের সম্পূর্ণ বিজয় নিজে দেখতে পাননি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আরিউসবাদ কখনও মাথাচাড়া দিতে পারেনি।

## ৩। কেবল অনুগ্রহ

- পরবর্তী বিষয়টি হল ''কেবল অনুগ্রহ'' *(Sola Gratia)*
- কেবল অনুগ্রহের দ্বারা ।
- কেবল অনুগ্রহের অর্থ, ঈশ্বরের উপরে মানুষের কোনও দাবি নেই।
- ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা কিছুই পাবার যোগ্য নই, কেবল আমাদের অনেক পাপের ও ইচ্ছাসহকারে পাপের শাস্তি ছাড়া।
- তাই, তিনি যদি পাপীদের উদ্ধার করেন, যা তিনি সকলের জন্য নয়, কিন্তু কিছু মানুষের জন্য করে থাকেন, তা তিনি করেন কারণ তিনি তাতে সন্তুষ্ট হন।
- এটা ঘটে অনুগ্রহের কারণে।
- অবশ্যই, এই অনুগ্রহ ছাড়া এবং পবিত্র আত্মার নতুনজন্ম দানকারী কাজ ছাড়া, যা এর থেকে প্রবাহিত হয়, কেউ পরিত্রাণ পেতে পারত না, কারণ পাপে পতিত পরিস্থিতিতে, আমরা জয় করতে, অন্বেষণ করতে অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহে সহযোগিতা করতে অক্ষম।
- ''কেবল অনুগ্রহের'' উপর জোর দিয়ে, সংস্কারকরা মানুষের বিভিন্ন পন্থা, কৌশল, পদ্ধতির দ্বারা নিজে নিজে বিশ্বাসে উপনীত হতে পারে না।
- পবিত্র আত্মার অতিপ্রাকৃতিক কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত কেবল অনুগ্রহই আমাদের খ্রীস্টের কাছে আনয়ন করে, তা আমাদেরকে পাপের বন্দিত্ব থেকে উদ্ধার করে, এবং মৃত্যু থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উত্থাপিত করে।

### অগস্টিন (কেবল অনুগ্রহ)

- মণ্ডলীর প্রাথমিক যুগে অগস্টিন একজন মস্ত বড়ো চরিত্র।
- ৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, উত্তর অফ্রিকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যা আজকের দিনে আলজেরিয়া নামে পরিচিত।
- তাঁর পিতা ছিলেন একজন অবিশ্বাসী পরজাতি।
- তাঁর মা মনিকা ছিলেন ঈশ্বরভক্ত বিশ্বাসিনী, এবং তাঁর পুত্রের জন্মের সময় থেকে তিনি তাঁর পুত্রের জন্য প্রার্থনা করতেন।
- দীর্ঘকাল ধরে, তাঁর এই প্রার্থনা উত্তরবিহীন থাকে, যেহেতু অগস্টিন পাপপূর্ণ জীবন যাপন করতেন।
- বিশেষ করে, তিনি যৌন পাপে আবদ্ধ ছিলেন।
- সুসমাচারের সত্যের সঙ্গে তিনি যখন লড়াই করতেন, তখন তাঁর যৌন পাপের ঘোর ছিল বড়ো বাধা।
- তিনি তার এই যৌন পাপের ঘোর থেকে মুক্ত হতে চাইতেন।
- তাই, তিনি তাঁর আত্মজীবনী ''**স্বীকারোক্তিতে**'' লিখেছেন, তিনি এই সময় এমন প্রার্থনা করতেন, ***''আমাকে চারিত্রিক শুদ্ধতা দাও . . . কিন্তু এখন না।''***
- মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে, তিনি একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন এবং তার দ্বারা এক পুত্রের পিতাও হন, কিন্তু তিনি তাকে কখনও বিয়ে করেননি।

- ১৯ বৎসর বয়সে, তিনি পাঠ ও অধ্যয়ন শুরু করেন, তিনি কার্থেজ শহরে বাগ্মীতায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।
- এইসময়, একদিকে তিনি ছিলেন এমন সম্মানের অধিকারী, কিন্তু অন্যদিকে তিনি পাপের সঙ্গে লড়াই করে সত্যের সন্ধান করে চলেছিলেন।
- এই ভাবে, সম্পূর্ণ ভাবে জাগতিকতায় ঢাকা থাকলেও, তিনি এর দ্বারা সন্তুষ্ট ছিলেন না।
- ৯ বৎসর ধরে তার মধ্যে এই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চলেছিল।
- এই সময় তিনি বিভিন্ন পথ ও বিশ্বাসের সাহায্য নেন।
- এই সময় তিনি 'মানি' নামে একজন নবীর অনুকারী হন, যার শিক্ষা ছিল বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণ।
- তথাপি, এ সমস্তের মধ্যে তাঁর মা মনিকা তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে বিরত হননি।
- ২৯ বৎসর বয়সে, রোমের মিলান শহরে তিনি বাগ্মীতার (অলঙ্কার শাস্ত্র) অধ্যাপক নিযুক্ত হন।
- এই সময় তিনি মানির শিক্ষাকে ত্যাগ করলেও, খ্রীস্টীয় মতবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারেননি।
- ৩১ বৎসর বয়সে, তাঁর মনপরিবর্তন ঘটে।
- এই সময় তিনি মিলান শহরের একটি বাগানে, তাঁর জীবনের প্রতি আশা ত্যাগ করে, পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে কাঁদছিলেন।
- হঠাৎ, তিনি একটি শিশুর স্বর শুনতে পান, যে প্রতিবেশির বাড়ী থেকে শিশুদের সেই গানটি গাইছিল, ***''গ্রহণ কর ও পাঠ কর; গ্রহণ কর ও পাঠ কর।''***
- কোনও প্রকার দেরী না করে, তিনি তাঁর সবথেকে কাছের বইটি গ্রহণ করেন, যা ছিল একটি নতুন নিয়ম, আর রোমীয় ১৩:১৩-১৪ পদ তিনি পাঠ করেন।
- ***''আইস রঙ্গরসে ও মত্ততায় নয়, লম্পটতায় ও স্বেচ্ছাচারিতায় নয়, বিবাগে ও ঈর্ষায় নয়, কিন্তু দিবসের উপযুক্ত শিষ্ট ভাবে চলি। কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীস্টকে পরিধান কর, অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নিজ মাংসের নিমিত্ত চিন্তা করিও না।''***
- সেখানে এবং সেই মুহূর্তে, অগষ্টিন মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হন।
- তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর মায়ের কাছে যান, যিনি তাঁর কাছেই ছিলেন, যেহেতু তিনি অগষ্টিনের সঙ্গে ইতালী পর্যন্ত গেছিলেন।
- আর মায়ের সমস্ত দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল।
- খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে তিনি যখন হিপ্পো শহরে উপস্থিত হন, ৩৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে পালকের অভিষেক করলেন।
- ৪ বৎসর পর, হিপ্পোর বৃদ্ধা বিশপ যখন মারা যান, অগষ্টিন তখন হিপ্পোর বিশপ হন।
- তিনি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন, এবং পাপ সম্বন্ধে ছিলেন ওয়াকিবহাল আপনাদের প্রত্যেকের উচিৎ তাঁর আত্মজীবনীর ''স্বীকারোক্তি'' পাঠ করা।
- তাতে তিনি লিখেছেন, ১০ বৎসর বয়সে তিনি কীভাবে প্রতিবেশির গাছ কেটে ফল চুরি করেছেন।
- এটা কেবল বালকের আচরণ বা ক্ষুধার কারণে নয়।
- তিনি অনুভব করেছিলেন, এর সঙ্গে জড়িত ছিল মন্দ আচরণের মধ্যে শিহরণ, প্রত্যেক মানুষের জন্য সহজাত পাপপূর্ণতার উপস্থিতি।

- যখন চারিদিকে মতবাদের মতপার্থক্য লক্ষ্য করা গেছিল, তখন তাঁর ন্যায় একজন বাইবেলের সত্য, গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাসীর উপস্থিতি মণ্ডলীকে প্রচুর আশীর্বাদ করে।
- অগস্টিন বিভিন্ন বিতর্কের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
- তাদের মধ্যে একটি ছিল ডোনাটিস্টদের বিরুদ্ধে।
- এরা হল সেই সমস্ত লোক, যারা বিছিন্ন হয়ে পড়া লোকদের পুনরায় বাপ্তিস্ম দিচ্ছিল।
- তিনি তাদের বিরোধিতা করেন।
- এবং তিনি খ্রীস্টের কারণে মাণ্ডলিক সংস্কারের যথেষ্টতার বিষয় লেখেন, পালকের নিজের যোগ্যতার দ্বারা নয়, যিনি তা সম্পাদন করেন।
- তাঁর সব থেকে বড়ো কাজ হল পেলাজিয়াসবাদের বিরুদ্ধে।
- পেলাজিয়াসবাদ শিক্ষা দিয়েছিল যে, তুমি যদি সত্যি চাও, তাহলে নিজেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা তোমার নিজের মধ্যে আছে।
- অর্থাৎ, মানুষ হল মূলত উত্তম, পাপী নয়, তাই অনুগ্রহ সত্যি সত্যি প্রয়োজনীয় নয়।
- অগস্টিন জানতেন যে, পাপীর অবশ্যই অনুগ্রহ প্রয়োজন।
- সেই অনুগ্রহ ছাড়া, ঈশ্বরের দ্বারা গৃহিত হবার কোনও আশা তার নেই।
- পেলাজিয়াসবাদ খ্রীস্টীয় সুসমাচারের কেন্দ্রীয় সত্যকে আক্রমণ করেছিল।
- তাই হয় মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, নয় পারে না।
- হয় পরিত্রাণ সম্পূর্ণভাবে অনুগ্রহের দ্বারা, নয় তা ঠিক নয়।
- এর মাঝামাঝি কেনও মাটি নেই।
- অগস্টিন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বও মানুষের পাপপূর্ণতার বিষয় লেখেন।
- ৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অগস্টিন মারা যান।
- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর প্রভাব অনুভূত হয়েছে।
- প্রটেস্টান্ট সংস্কার হল অগস্টিনের দ্বারা পরিষ্কারভাবে বিবৃত বাইবেলের সত্য মতবাদের পুনঃআবিষ্কার, যা রোমীয় মণ্ডলীর দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল।

## ৪. কেবল বিশ্বাস

- পরবর্তী কেবল হল ''কেবল বিশ্বাস'' *(Sola Fide)*
- কেবল বিশ্বাস দ্বারা।
- সংস্কারকরা কখনও ''কেবল অনুগ্রহের দ্বারা কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে কেবল খ্রীস্টের কারণের জন্য ধার্মিকীকরণ'' বলতে ক্লান্ত হননি।
- ঈশতত্ত্বে একে ছোট করে ''বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকীকরণের'' মতবাদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মার্টিন লুথারের কথানুসারে যার দ্বারা মণ্ডলী দাঁড়িয়ে থাকে বা পতিত হয়।

- সংস্কারকরা বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকীকরণকে খ্রীস্টবিশ্বাসের উপাদানগত নীতি আখ্যা দিয়েছেন, কারণ পরিত্রাণ পাবার জন্য একবার মানুষকে কী উপলব্ধি ও বিশ্বাস করতে হবে, তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই মতবাদ জড়িত।
- খ্রীস্টের কাজের উপর ভিত্তি করে ধার্মিক গণনা হল ঈশ্বরের ঘোষণা।
- এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে প্রবাহিত হয় এবং কেউ কী করে, তার দ্বারা সে কারুর কাছে তা আসে, তা নয়; কিন্তু কেবল বিশ্বাসের দ্বারা তা আসে।
- সম্পূর্ণ মতবাদকে আমরা এইভাবে বর্ণনা করতে পারি ''কেবল খ্রীস্টের কারণে, অনুগ্রহের দ্বারা, বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর যে কাজের দ্বারা পাপীদের ধার্মিক ঘোষণা করেন তাকে ধার্মিকীকরণ বলে।

## মার্টিন লুথার (কেবল বিশ্বাস)

- বিখ্যাত ব্যক্তি।
- জার্মানীতে ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতামাতার ইচ্ছাপূর্ণ করতে তিনি আইন পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান।
- খুব তাড়াতাড়ি তিনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করেন, কিন্তু ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জীবন পরিবর্তিত হয়, যখন তিনি ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের মুখোমুখি হন।
- তাঁর খুব কাছে যখন মাটিতে বাজ পড়ে, ভয়ে তিনি চীৎকার করে বলেন, ''সেন্ট অ্যান, আমাকে সাহায্য কর, আমি সন্ন্যাসী হব।''
- তিনি সেই দিব্যকে এড়িয়ে যেতে পারতেন,কিন্তু তিনি তা করলেন না এবং ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন।
- পূর্ণ উৎসাহের সাথে তিনি নিজেকে সেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত করলেন।
- তিনি লিখেছেন, ''যদি কেউ সন্ন্যাস জীবনের দ্বারা স্বর্গলাভ করতে পারত, তবে সেই ব্যক্তি ছিল আমি।''
- কিন্তু সন্ন্যাস জীবন তাঁকে শান্তি দিতে পারল না।
- পাপের গভীর অনুভূতির দ্বারা তিনি মর্মাহত হলেন।
- মণ্ডলীর কথা তিনি পালন করলেন, তাঁর পাপস্বীকার করলেন।
- কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন যে, সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সবচেয়ে স্বার্থপর।
- সেইহেতু তিনি নিজেকে রক্ষা করার ইচ্ছার দ্বারা প্রবলভাবে পরিচালিত হয়ে তাঁর পাপস্বীকার করছিলেন এবং পাপস্বীকারের নিয়ম পালন করছিলেন।
- তিনি পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করেন।
- সেই পাপ ছোট না বড়ো, তা নয়, কিন্তু সেই পাপ স্বীকার করা হয়েছে কি না?
- ৬ ঘণ্টা যাবৎ পাপস্বীকার করার পরও, তিনি যখন চলে যেতেন, তখন তিনি অন্য একটি পাপ স্মরণ করতেন, যার জন্য পাপস্বীকার করতে তিনি ভুলে গেছেন।
- কয়েক বৎসর ধরে লুথার তাঁর এই আধ্যাত্মিক বিচরণ চালালেন।
- তিনি ঈশ্বরের সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনও সান্ত্বনা তিনি পেলেন না।
- পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের ক্রোধের দ্বারা ক্রমশ অর্ধেকতর ভীত ও রুষ্ট হতেন।

- এই সময় তিনি উইটেনবার্গে ঈশতত্ত্বে অধ্যাপক ছিলেন।
- আর বাইবেল অধ্যয়ণ করতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তিনি আলোর সন্ধান পেলেন।
- লুথারের কাছে একটি পদ বিশেষ অসুবিধার ছিল।
- রোমীয় ১:১৭- ''কারণ ঈশ্বর দেয় এক ধার্মিকতা সুসমাচারের প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে, ''কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে।''
- তাঁর যে সমস্যা ছিল,তা হল-
- এই পদে, ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং পাপ ও পাপীদের প্রতি তাঁর অপবিত্রতা ঘৃণার কথা বলে।
- তাই তাঁর প্রশ্ন হল: তিনি কীভাবে তাঁর প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধকে দূরে সরিয়ে এই ধরণের পবিত্রতা অর্জন করতে পারেন?
- ''ধার্মিক বিশ্বাসহেতু বাঁচিবে'' এই কথার অর্থ উপলব্ধিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।
- তিনি ভেবেছিলেন, এর দ্বারা তাঁকে পূর্ণ করতে হবে কোন্ শর্ত, তা নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি তখনও উপলব্ধি করেননি যে, সুসমাচার হল ঈশ্বরের সেই উদ্ধারকারী শক্তি, যা খ্রীস্টে বিশ্বাসী প্রত্যেকের প্রতি বর্তে, যেহেতু তা ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ করে।
- আর এই ধার্মিকতা হল, তাঁর জীবন ও মৃত্যুর দ্বারা পিতার ইচ্ছার প্রতি খ্রীস্টের নিখুঁত বাধ্যতা এমনকী ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত।
- খ্রীস্ট যেমন বিশ্বাসীর পাপ বহন করেছেন ঠিক তেমনই খ্রীস্টের ধার্মিকতা পাপীর, প্রতি দত্ত হয়েছে, যদিও তারা অধার্মিক, এবং তা তার প্রতি ধার্মিকতা গণ্য করা হয়েছে।
- লুথারের প্রতি ঈশ্বর সেই পদের দ্বারা পরিত্রাণের সত্য প্রকাশ করলেন যে পদ তাঁকে সব থেকে বেশী কষ্ট দিয়েছে।
- তিনি উপলব্ধি করলেন, এই বিশ্বাস তাঁর নয়, কিন্তু খ্রীস্টের।
- আর তিনি লিখেছেন, আমি অনুভব করলাম সম্পূর্ণ নতুন জন্ম লাভ করেছি, এবং সেই সমস্ত দ্বার দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করেছি, যেগুলি এখন খোলা হয়েছে।
- এই সত্য লাভ করার পর, বাইবেলের অন্যান্য সমস্ত বিষয় এর মতো মিলে গেল, অর্থ পরিষ্কার হল।
- এই সময় রোমীয় মণ্ডলীতে (শাস্তি মুকুবের) *Indulgence* বিক্রির অনুশীলন চলছিল। *(special favour)*
- এর দ্বারা বৎসর পর আত্মা শুদ্ধির স্থান *(purgatory)* থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা হয়।
- বিশ্বাসী নিজের জন্য অথবা তার কৃত আত্মীয়দের জন্য মণ্ডলী থেকে তা বিক্রি করা হত।
- তাদের এই অনুশীলনের পক্ষে মণ্ডলী যে যুক্তি দেখিয়েছিল, তা হল, তাদের কাজ অব্যবহৃত উৎকর্ষতার বৃহৎ সরোবর বর্তমান, যীশু ও তাঁর সন্তদের সৎকাজের দ্বারা।
- তারা তাদের নিজেদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের বিধান অপেক্ষা বেশি কাজ করায়, অতিরিক্ত থেকে গেছে।
- যখনই মণ্ডলীর বিভিন্ন গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হত, তখন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে পোপ লিও ১০ রোমে সাধু পিতরের রাজপ্রাসাদ *(St. Peter's Basilica)* তৈরী করছিলেন।
- টাকা তোলার জন্য, তিনি *Indulgence* বিক্রি শুরু করেন।

- উইটেনবার্গের আশেপাশে যখন এর বিক্রি শুরু হয়, লুথার তখন সেখানে তেতজেল নামে সন্নাসী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।
- তিনি জন্মথেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন।
- এতে লুথার চটে যান।
- এই অনুশীলনের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার করেন।
- *Indulgence* এর মন্দতা বর্ণনা করে তিনি ''৯৫ থিসিস" লিখতে মনস্থ করেন।
- ১০১৭ সালের ৩১ অক্টোবরের দুপুরে, তিনি উইটেনবার্গে মণ্ডলীর দরজায় তাঁর লেখা এই ৯৫ থিসিস ঝুলিয়ে দেন।
- *Indulgence*-এর অপব্যবহার আক্রমণ করার পাশাপাশি, এই থিসিস এর শিক্ষাকেও প্রশ্ন করে।
- আর এর দ্বারা মণ্ডলীর ক্ষমতাকে আঘাত করা হয়।
- খুব শীঘ্র পোপ এগিয়ে আসেন ও লুথারকে এর থেকে ক্ষান্ত হতে বলেন।
- লুথার দেখতে পান, পোপের এই ক্ষমতা বাইবেল বিরুদ্ধ, আর তাই তিনি নিজেকে সেই ক্ষমতা থেকে মুক্ত করেন।
- এই প্রেক্ষাপটে লুথারের সেই বিখ্যাত কথা উক্ত হয়।
- ''শাস্ত্রের সাক্ষ্য দ্বারা নিশ্চয়তা লাভ ব্যতীত, অথবা ভুল প্রমাণকারী যুক্তি ব্যতীত, যেহেতু পোপ ও তার পরিষদ প্রায়ই ভুল করে থাকে, আমি আমার ব্যক্তব্য তুলে নিতে পারি না, কারণ যে শাস্ত্র আমার পাপ থেকে উদ্ধার করেছে, অমি তার অধীন। আমার সংবেদ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আবদ্ধ। এখানেই আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঈশ্বর আমায় সাহায্য কর।
- মণ্ডলী লুথারকে সহ্য করতে না পেরে বহিষ্কার করে।
- লুথারকে সঠিক অর্থে মণ্ডলী-সংস্কারের পিতা বলা হয়ে থাকে।
- আর সংস্কার হল পাঁচটি কেবলের পুনরায় আবিষ্কার।
- কেবল ঈশ্বরের গৌরব, কেবল খ্রীস্ট, কেবল বিশ্বাস, কেবল অনুগ্রহ, কেবল শাস্ত্র।

## ৫। কেবল ঈশ্বরের গৌরব

- মণ্ডলী সংস্কারের শেষ কেবল হল ''কেবল ঈশ্বরের গৌরব" *(Soli Deo Gloria)*
- কেবল ঈশ্বরের প্রতি গৌরব।
- প্রত্যেকটি কেবল মণ্ডলী সংস্কারের ৫ম সুত্রে সারসংক্ষেপিত: কেবল ঈশ্বরের গৌরবের অর্থ, ''কেবল ঈশ্বরের প্রতি গৌরব।"
- এই কথাকে প্রেরিত পৌল রোমীয় ১১:৩৬ পদে লিখেছে, ''. . . আমার এই কথা এর আগের পদের কথার পরবর্তী" ৩৬ পদ। যেহেতু সমস্ত বিষয় প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের থেকে এবং ঈশ্বরের প্রতি, তাই আমরা কেবল ঈশ্বরের প্রতি গৌরব বলে থাকি।

## জন্ ক্যালভিন (কেবল ঈশ্বরের গৌরব)

- মণ্ডলী সংস্কারের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে জন ক্যালভিন হলেন একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। জে. আই. পাকার এমন কথা লিখেছেন, ‘‘লুথার যদিও প্রটেস্টান্ট ঈশতত্ত্বের বেশীর ভাগ সুর রচনা করেছেন, ক্যালভিন সেগুলিকে সুষ্টভাবে সমন্বিত করেছেন।”
- সংস্কারপন্থী ঈশত্ত্বকে সুসম্বন্ধ করতে ক্যালভিন্ বিস্ময়কর কাজ করেছেন।
- অন্য সমস্ত সংস্কারকদের থেকে তাঁর প্রভাব সব থেকে বেশি।
- প্রেস্‌বিটেরিয়ানরা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে থাকে।
- কিন্তু অন্যরাও তা করে থাকে, যদিও তারা নিজেদের সংস্কারপন্থী বলে না।
- অনেক ব্যাপ্টিস্ট, স্বাধীন, অ্যাংলিকান, এমনকী ক্যারিসম্যাটিকরা পর্যন্ত ক্যালভিনের ঈশতত্ত্বের অনেক বিষয় অনুসরণ করে, যদিও তারা তা উপলব্ধি করে না।
- এর কারণ ক্যালভিন্ কোনও মাণ্ডলিক সম্প্রদায় শুরু করেননি, কিন্তু বাইবেল কী শিক্ষা দেয়, এবং তার সমান্তরাল পার্থিব দৃষ্টিকোণ কী, তার চিন্তা শুরু করেছেন।
- ক্যালভিনের জন্ম ফ্রান্সে, তিনি ফরাসী ছিলেন, আইন শিক্ষা করেছেন।
- ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মন পরিবর্তন ঘটে।
- কিন্তু প্রটেস্টান্ট হওয়া অবৈধ হওয়ায়, তিনি পালাতে বাধ্য হন।
- তিনি আধুনিক সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান।
- ৮ বৎসর পর, তিনি জেনেভাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।
- সেখানে তিনি একটি ঈশ্বরভক্ত শহর গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, যে শহরের খ্রীস্টবিশ্বাসী নাগরিকরা সঠিক বিশ্বাস ও অনুশীলনের জীবন যাপন করবে।
- সহজে উপলব্ধি করার খ্রীস্টীয় মতবাদ তিনি তৈরী করেন।
- তিনি সেগুলিকে সুসম্বন্ধ করেন।
- তাঁর ‘‘খ্রীস্টীয় নীতিশাস্ত্র” *(Institute of Christian Religion)* মস্ত বড়ো।
- খ্রীস্টধর্মের নীতিশাস্ত্র হল, তার শ্রেষ্ঠ অবদান। যা হল সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্বের ভিত্তি।
- ক্যালভিনকে প্রধানত পূর্ব-মনোনয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।
- কিন্তু বাইবেল যেহেতু পরিষ্কার ভাবে পূর্ব-মনোনয়ন শিক্ষা দেয়, তাই তার নীতিশাস্ত্রে এবং সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্বের উপর প্রধান জোর দেওয়া হয়েছে।
- বিশেষত মানুষের স্থান সম্বন্ধে।
- যতদূর সম্ভব ক্যালভিন ঈশ্বরের গৌরব ও স্বার্বভৌমত্বের সঙ্গে পাপে পতিত মানুষের পাপময়তাকে তুলনা করেছেন।

- আমরা ‘‘পাঁচটি কেবল” দেখলাম।
- মণ্ডলী সংস্কারের

- *Sola Scriptura* - কেবল ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা ।
- *Sola Cristus* - কেবল খ্রীস্টের দ্বারা।
- *Sola Gratia* - কেবল অনুগ্রহের দ্বারা।
- *Sola Fide* - কেবল বিশ্বাসের দ্বারা।
- *Soli Deo Gloria* - কেবল ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।
- এগুলি কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত?
- খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবন এই ৫টি কেবলের দ্বারা।
- আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, এবং আমরা খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবন যাপন করি।
- আর সেই পরিত্রাণ খ্রীস্টীয় জীবন, যার বিষয় আমরা কেবল ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করি, তা হল, কেবল যীশুর দ্বারা সমাপ্ত কাজের ফল।
- আর বাইবেলে আমরা যে যীশুর সমাপ্ত কাজ সম্বন্ধে পাঠ করি, তা কেবল অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের প্রতি দত্ত হয়েছে।
- আর সেই বিনামূল্যে অনুগ্রহের উপহার কেবল বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত হয়।
- যে পরিত্রাণ এবং খ্রীস্টীয় জীবন, আজ আমরা যাপন করি, তা কেবল ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।

# পবিত্র শাস্ত্রের মতবাদ *(The Doctrine of Scripture)*

**১ম দিন; ২য় পর্ব**

- পবিত্র শাস্ত্রের মতবাদ বিষয়ে আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব।
- এ বিষয়ে অধ্যয়ন করতে সেমিনারীতে আমরা কমপক্ষে ১টা সেমিস্টার ব্যয় করে থাকি।
- আজ আমি আপনাদের কাছে এ বিষয়ে বলতে গিয়ে মাত্র ১ ঘন্টা নিতে চলেছি।
- তাই, তোমরা বুঝতেই পারছ যে, এটা একেবারেই গভীর আলোচনা হবে না।
- কিন্তু তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে এ বিষয়ে আমি যে সমস্ত কথা বলতে চলেছি, তার উপর অন্য বই পড়তে পার।
- বাইবেল হল ৬৬টি পুস্তকের সমষ্টি।
- এর পুরাতনে আছে ৩৯টি পুস্তক, এবং নতুন আছে ২৭টি পুস্তক।
- এই সমস্ত পুস্তক প্রায় ৪০জন বিভিন্ন লেখকের দ্বারা ১,৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১৬০০ বৎসর ধরে লিখিত হয়েছিল।
- কেবল এই সত্যের মুখোমুখী হয়েও আমরা উপলব্ধি করি যে, বাইবেল একটি বিশেষ পুস্তক।
- প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত পুস্তকের ইতিহাসে এটি একটি অদ্বিতীয় পুস্তক।
- কোনও পুস্তক এত জন লেখকের দ্বারা, এত দীর্ঘ সময় ধরে, বিভিন্ন  স্থানে লেখা হয়নি।
- কিন্তু বাইবেলে কিছু বিষয় আছে, যেগুলি বাইবেলকে আরও বিশেষত্ব দান করেছে।
- **বাইবেল হল প্রকাশ** *(revelation)*।
- ঈশ্বর তাঁর বাক্য, বাইবেলের দ্বারা নিজেকে আমাদের কছে প্রকাশ করেছেন।
- আমাদের পক্ষে ঈশ্বরকে জানার একমাত্র উপায় হল, তাঁকে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে হবে।
- তা না হলে, আমরা কখনও তাঁকে জানতে পারতাম না।
- ঈশ্বর যদি নিজেকে লুকাতে চান, তাহলে কেউ কখনও তাঁকে খুঁজে পেতে সক্ষম হবে না।
- আমরা ঈশ্বরের বিষয় জ্ঞান লাভ করতে পারি, কারণ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে নত করে, আমাদের কাছে এনেছেন।
- ছোট শিশুদের প্রতি পিতামাতার কথা।
- ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছা করেছেন।
- বাইবেল।
- এই কারণে আমরা বাইবেলের উপর এত জোর দিয়ে থাকি।
- অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আমরা ঈশ্বরকে বাইবেল জ্ঞান করে, বাইবেলের আরাধনা করি।
- কিন্তু বাইবেল হল ঈশ্বরের প্রকাশ।

- এর মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তিনি কেমন, তিনি কী পরিকল্পনা করেছেন, এবং সেই পরিকল্পনায় আমাদের অংশ কী।
- এখন, বাইবেল ঈশ্বরের প্রকাশ হওয়ায়, এর দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান।
- এখানে আমি আপনাদের কাছে এদের ঈশতাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করব।
- **প্রথমত, বাইবেল হল অভ্রান্ত** *(infalliable)*।
- এর অর্থ বাইবেলআমাদের ভুল পথে পরিচালিত করে না।
- তাই, বাইবেল যা বলে, তা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।
- গীত ১৯:৭ পদে গীতরচক এ বিষয়ে ঘোষণা করে বলেছেন, ***"সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ।"***
- বাইবেলের অভ্রান্তি ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত।
- মানুষ মাত্র ভুল করে।
- আর বেশির ভাগ সময়, আমরা যা বলি ও আমরা যা করি, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে।
- কিন্তু ঈশ্বর যা বলেন, **সর্বদা** তা সাধিত হয়।
- ***[১০] বাস্তবিক যেমন বৃষ্টি বা হিম আকাশ হইতে নামিয়া আইসে, আর সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু ভূমিতে আর্দ্র করিয়া ফলবতী ও অঙ্কুরিত করে, এবং বপনকারীকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে; [১১] তাহা নিস্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি, সেই বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে*** *(যিশাইয় ৫৫:১০-১১)।*
- তিনি যা বলেন, তখন তিনি তা সেই অর্থেই বলে থাকেন।
- আর তাই, বাইবেল, তথা ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ হল অভ্রান্ত।
- **দ্বিতীয়ত, আমরা যখন বাইবেলকে প্রকাশ হিসাবে দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই, বাইবেল হল সত্যসিদ্ধ** *(inerrant)*।
- আপনি যদি শাস্ত্রের মতবাদ সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তক পাঠ করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, এই দুটি পরিভাষা (অভ্রান্ত ও সত্যসিদ্ধ) সাধারণত একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।
- বাইবেল হল একাধারে অভ্রান্ত ও সত্যসিদ্ধ। (অভ্রান্ত: এতে আস্থা রাখতে পারি; সত্যসিদ্ধ: এতে কোনও ভুল নেই)।
- এর অর্থ এর মধ্যে কোনও ভ্রম (ভুল) নেই।
- যেমন হিতোপদেশ ৩০:৫ পদে বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ।"***
- তাই বাইবেল যখনই আমাদের বিশ্বাস (মতবাদ), অথবা আমাদের জীবনধারা (নৈতিকতা) সম্বন্ধে কিছু বলে, কিংবা কোনও ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে (ইতিহাস) তখন তা সত্য বলে, এবং তার মধ্যে কোনও ভুল নেই।
- সম্পূর্ণ বাইবেলের বিষয় যখন আমরা অভ্রান্ত পরিভাষা ব্যবহার করি, তখন এর বিভিন্ন পৃথক অংশের জন্য আমরা সত্যসিদ্ধ পরিভাষা ব্যবহার করে থাকি।
- পূর্ণাঙ্গ বাইবেল আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করে না।
- আর বাইবেলের কোনও অংশই ভুল নয়।
- বাইবেল হল সম্পূর্ণ আস্থাবান পথপ্রদর্শক, এর প্রতিটি শব্দ সত্য।

- এখন, বাইবেল কেন ঈশ্বরের প্রকাশ, কেন তা অভ্রান্ত, কেন তা সত্যসিদ্ধ?
- কারণ, এ হল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত।
- বাইবেল হল ঈশ্বর অনুপ্রাণিত।
- আজকালকার দিনে অনুপ্রাণিত *(inspired)* বলতে আমরা বিভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করে থাকি।
- এর একটি অর্থ হল, উত্তেজক, বা মজাদার।
- লোকটি ছিলেন খুব অনুপ্রেরণাদানকারী বক্তা।
- সেই কাহিনী আমাকে আরও দানশীল হতে অনুপ্রাণিত করেছে।
- কিন্তু আমরা যখন বাইবেলকে ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত বলি, তখন তার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর এর লেখকদের তাঁর কনুই দিয়ে আলতু করে স্পর্শ করেছেন।
- আর সেই উত্তেজনা থেকে লেখকরা এগিয়ে গেছেন ও এমন একটি পুস্তক লিখেছেন, যা বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- আমরা যখন ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত বাইবেলের কথা বলি, তখন আমরা খুবই আক্ষরিক অর্থে এই কথা বলি।
- বাক্যের আক্ষরিক উপলব্ধিকে নির্দেশ করি।
- ‘অনুপ্রাণিত’ এই পরিভাষার অর্থ ‘‘নিঃশ্বসিত’’
- বাইবেল, তথা ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বর দ্বারা নিঃশ্বসিত
- ২তীমথিয় ৩:১৬ পদে বলা হয়েছে, ***“ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী।’’***
- বাক্যকে এখানে ‘‘ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত’’ *(God-breathed)* বলা হয়েছে।
- *Theoneustos*-কে কিছু কিছু অনুবাদে ‘‘অনুপ্রাণিত’’ *(inspired)* বলা হয়েছে।
- কিন্তু *NIV* বাইবেলে এর সঠিক অনুবাদ করা হয়েছে।
- ঈশ্বর বাইবেলকে নিঃশ্বসিত *(breathed out)* করেছেন।
- অন্য ভাষায়, বাইবেল রচনায় ঈশ্বর সরাসরি যুক্ত ছিলেন।
- ২তীমথিয় ৩:১৬ পদে এই কথাই বলা হয়েছে।
- ২পিতর ১:২০-২১ পদেও একই কথা বলা হয়েছে।
- ***প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোনও ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।***
- এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের বাক্য মানুষের সৌখিন রচনা নয়।
- ঈশ্বরই নিজে পরিচালনা দিয়েছিলেন।
- কিন্তু প্রশ্ন হল, ঈশ্বর কীভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন?
- অনেক তত্ত্ব আছে, যেগুলিকে ৩টি পরিভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব।

- **প্রথমটি হল, শ্রুতিলিখন** *(Dictation)*
- এর অর্থ হল, মানুষ লেখকদের উপেক্ষা করে (পাশ কাটিয়ে) *(bypassed)* শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে।
- তারা ছিল কেবল কী-বোর্ড, যাদের ব্যবহার করে ঈশ্বর টাইপ করেছিলেন।
- এই দৃষ্টিকোন কেবল সেই সমস্ত শাস্ত্রাংশের জন্য প্রযোজ্য, যেগুলি দেখে মনে হয় যে, ঈশ্বরের বাক্য সরাসরি কাগজের উপর লেখা হয়েছে।
- যেমন ভাববাদী পুস্তকে, কিংবা দর্শনে
- কিন্তু এর দ্বারা বাইবেলের বেশির ভাগ অংশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যেখানে লেখকদের নির্দিষ্ট স্টাইলের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
- লূক ১:৩ পদের মতো অন্যান্য পদের বিবৃতি, যেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, *". . . **বিহিত বুঝিলাম।**"*
- তাই, একে শ্রুতিলিখন বলে মেনে নেওয়া কঠিন।
- যেহেতু মানুষ লেখকদের ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব তাদের লেখায় স্পষ্ট।
- বাইবেলের লেখকরা **মানব-কী-বোর্ড** হননি, যাদের ব্যবহার করে ঈশ্বর শব্দ টাইপ করেছেন।
- প্রকৃতপক্ষে, কোনও ঈশতাত্ত্বিকই এই দৃষ্টিকোনের পক্ষে নন।
- **দ্বিতীয়টি হল, আপোস-রফা** *(Accommodation)*
- এই দৃষ্টিকোনের চিন্তা হল,মানুষ লেখকদের সীমার মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে ছোট করেন।
- আর যেহেতু ঈশ্বর নিজেকে মানুষ লেখকদের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন, মানুষের ভুল সেখানে অবশ্যম্ভাবী।
- আলো যখন রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন যেমন রঙিন আলো বিচ্ছুরিত হয়; ঠিক তেমনই ঈশ্বরের প্রকাশ মানুষ লেখকদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দ্বারা দূষিত হয়।
- এই কথা সরাসরি ভাবে বাইবেলের অভ্রান্তি ও সত্যসিদ্ধতার বিরোধিতা করে।
- এই চিন্তা হল উদারপন্থীদের *(Liberals)*, এবং একে বর্জন করতে হবে।
- **অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে শেষ চিন্তাটি হল তত্ত্বাবধান** *(Supervision)*
- এই চিন্তানুসারে, অনুপ্রেরণা হল সেই পদ্ধতি, যা সার্বভৌম ঈশ্বর তত্ত্বাবধান করেছেন এবং লেখকের জীবনের সমস্ত বিষয় আদেশ করেছেন (প্রেক্ষাপট, পরিবার, সমস্ত পরিস্থিতি), যেন সেই লেখক যা লেখেন, তা খাঁটি ভাবে একাধারে তার নিজের কথা এবং ঈশ্বরেরও কথা হয়।
- তাই, সেই কথা খাঁটি ভাবে সেই সমস্ত লেখকদের কথা, এবং তা তাদের নিকটবর্তী পরিস্থিতির প্রতি উক্ত হয়েছিল।
- কিন্তু একই সঙ্গে, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে, সেগুলি প্রতিটি যুগে সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য।
- তাই, আমরা যদি আবার রঙিন-কাঁচের কথা চিন্তা করি, তাহলে বলতে হবে, ঈশ্বর হলেন সেই স্থপতি, যিনি নিজে রঙিন-কাঁচের ডিজাইন এমন ভাবে তৈরী করেছেন যে, তার মধ্য দিয়ে যখন আলো বিচ্ছুরিত হয়, তখন তাঁর ডিজাইন অনুসারে আলো, রঙ এবং মেজাজ প্রকাশিত হয়।
- এটি হল সেই দৃষ্টিকোন যাতে আমি বিশ্বাস করি, এবং আপনারাও যাতে এই দৃষ্টিকোনে বিশ্বাস করেন, তা ইচ্ছা করি।
- আবার, আমরা যখন অনুপ্রেরণার কথা চিন্তা করি, তখন দুটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে।

- **এই অনুপ্রেরণা হল মৌখিক অনুপ্রেরণা** *(Verbal Inspiration)*
- অন্যভাবে বলা যায়, বাইবেলের সাধারণ চিন্তাসমূহ কেবল ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ও অনুপ্রেরণার ফল নয়।
- যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলিও ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত।
- সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায়, এর অর্থ হল, ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের মূল পাণ্ডুলিপিগুলি *(original copies)* কেবল ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত।
- কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, আজ আমরা যে বাইবেল ব্যবহার করি, তার সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপির পার্থক্য নির্ণয় কেতাবি বিষয় (বাইবেল বিশারদদের কাজ)। এ বিষয়ে আমরা পরে দেখব।
- **আর এই অনুপ্রেরণা হল পূর্ণাঙ্গ অনুপ্রেরণা** *(Plenary Inspiration)*
- এর অর্থ, সম্পূর্ণ অনুপ্রেরণা
- এর অর্থ, এই অনুপ্রেরণা বাইবেলের সমস্ত অংশে বিস্তৃত।
- কেবল সেই সমস্ত অংশে নয়, যেগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।
- লাল অক্ষরের বাইবেল *(Red Letter Bible)*
- ঈশ্বর **সমস্ত** শাস্ত্রলিপি লিপিবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।
- অবশ্য, এই কথার অর্থ এই নয় যে, বাইবেলের সমস্ত অংশ সমান ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।
- আমরা যখন কোনও শিল্পকর্ম দেখি, তখন তার কোনের একটি ছোট অংশ তার কেন্দ্রীয় চরিত্রের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়।
- কিন্তু তারা উভয়েই একই শিল্পীর তুলির কাজ।
- তাহলে, আমরা এতক্ষণ ধরে কী দেখলাম?
- আমরা দেখলাম, বাইবেল হল ঈশ্বরের প্রকাশ।
- তাই, বাইবেল অভ্রান্ত ও সত্যসিদ্ধ।
- আর ঈশ্বর তাঁর এই প্রকাশকে মানুষ লেখকদের কাছে অনুপ্রাণিত করেছেন, নিঃশ্বসিত করেছেন।
- এখন, ঈশ্বর কি ক্রমশ প্রকাশ ও অনুপ্রেরণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন?
- এর উত্তর হল, না।
- **বাইবেল সম্পূর্ণ** *(complete)*
- পরিত্রাণ পাবার জন্য ও খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে পরিপক্ক হবার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যা আছে, তার থেকে বেশি কিছু আমাদের প্রয়োজন নেই।
- ২বিবরণ ৪:২ পদে বলা হয়েছে, ***"আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করবে না, এবং তার কিছু হ্রাস করবে না।"***
- এবং নতুন নিয়মে প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯ পদে বলা হয়েছে, ***"যারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল শুনে, তাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, যদি কেউ এর সঙ্গে আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করবেন; আর যদি কেউ এই ভাববাণী-গ্রন্থের বচন থেকে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ থেকে ও পবিত্র নগর থেকে তার অংশ হরণ করবেন।"***

- বাইবেলের সঙ্গে কিছু যোগ করা যাবে না।
- এর থেকে কিছু বাদ দেওয়া যাবে না।
- অন্য ভাষায়, বাইবেল হল সম্পূর্ণ।
- আর তাই, আমরা যখন বাইবেলের সম্পূর্ণতার কথা বলি, তখন আমরা প্রায়ই শাস্ত্রের ক্যাননের *(canon)* কথা বলি।
- ক্যানন শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ, নিয়ম, বিধি বা মানদণ্ড বা মাপকাঠি *(rule or standard)*
- শাস্ত্রের ক্যানন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করতে হলে, আরও কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে।
- কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।
- সর্বদা এটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল।
- লোকদের মধ্যে যে সাধারণ ভুল চিন্তা আছে, তা হল, আজ আমাদের কাছে বাইবেলে যে সমস্ত বই আছে, সেগুলিকে কোনও এক সময় লোকেরা শাস্ত্র হিসাবে চালু করতে সিদ্ধান্ত নেয়।
- বাইবেলের বইগুলি কোনও সাধারণ পদ্ধতিতে পবিত্র লেখনী হিসাবে উন্নীত হয়নি।
- তাদেরকে সর্বদাই পবিত্র, অনুপ্রাণিত, ও স্বর্গীয় জ্ঞান করা হয়েছে।
- এমনকী পৌল ও পিতরের জীবনকালে, তাদের লেখনীকে শাস্ত্রের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২পিতর ৩:১৬ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তাঁর সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করে তিনি এই প্রকার কথা বলেন; তার মধ্যে কোনও কোনও কথা উপলব্ধি করা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য শাস্ত্রলিপি, তেমনই সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, নিজেদেরই বিনাশার্থে করে।"***
- ক্যাননের বর্তমান আকার, এর মধ্যে কোন কোন পুস্তককে অন্তর্গত করার জন্য বেছে নেওয়ার দ্বারা নয়; পরিবর্তে, ভালো করে পরীক্ষা করে কোন কোন বইকে বাদ দেওয়ার দ্বারা লাভ করেছে।
- ইহুদি ক্যাননের ৩৯টি বই পুরাতন নিয়মের অন্তর্গত।
- নতুন নিয়ম হল প্রেরিত-শিষ্যদের রচনা।
- তাহলে, এতদূর পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত বিষয় শিখলাম, সেগুলি হল:
- বাইবেল হল ঈশ্বরের প্রকাশ।
- এই কারণে, বাইবেল অভ্রান্ত ও সত্যসিদ্ধ।
- ঈশ্বর মানুষ লেখকদের প্রতি এই প্রকাশ অনুপ্রাণিত করেছেন, নিঃশ্বসিত করেছেন।
- আর এখন তিনি আমাদের একটি সম্পূর্ণ বাইবেল দেবার দ্বারা, এই কাজ শেষ করেছেন।
- এর পর যে বিষয়টি আসে, তা হল
- বাইবেল যেহেতু ঈশ্বরের প্রকাশ, এবং এটি তাঁর অনুপ্রেরণার দ্বারা আমাদের কাছে আসে, সেইহেতু বাইবেল হল ক্ষমতার অধিকারী *(authoritative)*
- এই কথার সহজ অর্থ হল বাইবেলের বাক্য (কথা) আমাদের শুনতে হবে ও পালন করতে হবে।
- যেহেতু এ হল ঈশ্বরের বাক্য।
- এই ক্ষমতা দুই ধরণের সাক্ষ্যের (প্রমাণের) *(evidence)* উপর স্থাপিত।

- আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক *(Internal & External)* সাক্ষ্য।
- আভ্যন্তরীন অর্থে, বিভিন্ন স্তরের সাক্ষ্য বা প্রমাণ বাইবেলের ক্ষমতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়
- কিন্তু আমি কেবল ২টি প্রধান সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই।
- **প্রথমত, লেখকদের সাক্ষ্য** *(testimonies of the writers)*
- তারা নিজেরা
- প্রেরিত ১:১৬ পদে বলা হয়েছে, ***"হে ভাইরা, যারা যীশুকে ধরেছিল, তাদের পথপ্রদর্শক হয়েছিল যে যিহূদা, তার বিষয় পবিত্র আত্মা দাউদের মুখ দ্বারা আগে যা বলেছিলেন, সেই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল।"***
- পুরাতন নিয়মকে নির্দেশ করে, পবিত্র আত্মা দাউদের মুখের মাধ্যমে কথা বলেছেন।
- অন্য ভাবে বলা যায়, পুরাতন নিয়মে দাউদের কথা (বাক্য) ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, আর তাই তা হল ঈশ্বরের প্রকাশ। আর তাই তা ক্ষমতার অধিকারী।
- আমরা যখন পুরাতন নিয়ম পাঠ করি, তখন বারংবার ***"সদাপ্রভু এই কথা কহেন . . ."*** পাই। এর দ্বারা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা এবং তার দ্বারা ক্ষমতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।
- নতুন নিয়মেও একই ধরণের বিষয় আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমি একটি অংশকে নির্দেশ করতে চাই।
- **১তীমথিয় ৫:১৮**
- কারণ শাস্ত্র বলে, ***"শস্যমর্দনকারী বলদের মুখে জাল্‌তি বেঁধো না"*** আর, ***"কার্যকারী নিজের বেতনের যোগ্য।"***
- এই পদের অর্থ, তোমরা পালকদের যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিও, যেন সে যে কাজের জন্য আহূত, তাতে মনসংযোগ করতে পারে, মণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে পারে। সে রাতে কী খাবে, এই চিন্তা তাকে করতে না হয়।
- কিন্তু এই পদের যে বিষয়টি আমাদের নজর কাড়ে, তা হল:
- উভয় উদ্ধৃতিকেই পৌল শাস্ত্র আখ্যা দিয়েছেন।
- যার অর্থ, ঈশ্বরের বাক্য।
- বলদ সম্বন্ধে প্রথম উদ্ধৃতিটি **২বিবরণ ২৫:৪** পদে থেকে নেওয়া হয়েছে।
- এটি পুরাতন নিয়ম থেকে নেওয়া।
- কিন্তু দ্বিতীয়টি নতুন নিয়মের **লূক ১০:৭** পদ থেকে নেওয়া।
- এখানে লূকের বিষয় পৌল কী বলেছেন?
- লূক শাস্ত্র লিখেছে।
- তা কোনও সৌখিন চিন্তা ছিল না।
- তা ছিল, লূকের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত প্রকাশ।
- আবার, এর আগে যে শাস্ত্রাংশ আমরা দেখেছিলাম।
- **২পিতর ৩:১৬**
- পৌলের লেখনীকে কী বলা হয়েছে?

- শাস্ত্র
- অর্থাৎ, লেখকদের নিজেদের সাক্ষ্য হল, তারা যা লিখেছে তার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে।
- **দ্বিতীয়ত, যীশুর সাক্ষ্য** *(testimony of Jesus)*
- আমি মনে করি, ক্ষমতা সম্বন্ধে এটি হল অকাট্য যুক্তি।
- যীশু হলেন খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা।
- অন্য ভাষায়, তিনি কেবল আমাদের রক্ষা ও মুক্ত করেননি, কিন্তু আমরা তাঁর অধিকার।
- তিনি আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেন।
- আর তাই তাঁর মনোভাব হতে হবে আমাদের মনোভাব।
- আর শাস্ত্রের প্রতি যীশুর মনোভাব কী ছিল?
- **মথি ৫:১৭** পদে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- ***মনে কোরো না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করতে এসেছি; আমি তা লোপ করতে আসিনি, কিন্তু তা পূর্ণ করতে এসেছি।***
- অর্থাৎ, আমরা শাস্ত্রের ভিতরে, এর বিভিন্ন পুস্তকের লেখকের ও যীশুর নিজের সেই সাক্ষ্য দেখতে পাচ্ছি যে, বাইবেলের সমস্ত অংশ হল ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ, যা সর্ব কালের জন্য প্রযোজ্য।
- **তাহলে, বাহ্যিক সাক্ষ্য কী?**
- প্রমাণ বা দলিল হিসাবে আমরা কীভাবে বাইবেলে আস্থা রাখতে পারি?
- আমি আপনাদের কেবল একটি সাক্ষ্য বা প্রমাণের কথা বলতে চাই।
- অনেক লোক দলিল হিসাবে বাইবেলের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্ন করে থাকেন।
- মূল প্রশ্ন হল, যেহেতু বাইবেল এতবার পুনরায় লিখিত হয়েছে, সেইহেতু আমরা কি সত্যি এতে আস্থা রাখতে পারি?
- অনেক লোকের ধারণা বাইবেল কেবল একটি ভাষায় লিখিত হয়েছিল।
- তারপর অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।
- তারপর অন্য একটি ভাষায় আবার অনুবাদ করা হয়েছিল।
- এইভাবে করতে করতে আমরা আমাদের হাতে ইংরাজি বা বাংলা অনুবাদ পেয়েছি।
- যেহেতু এই পুস্তক এতবার পুনরায় লেখা ও পুনরায় অনুবাদ করা হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় এর মধ্যে অনেক ভুল প্রবেশ করেছে।
- *চাইনিজ হুইসপারের (Chinese whisper)* মতো
- আপনি 'টেনিস বলস্' *(tennis balls)* দিয়ে শুরু করুন, কিন্তু শেষ হয় 'ডেনিস ফল্‌সে' *(dennis falls)*
- কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাইবেল আমাদের কাছে আসেনি।
- বাইবেল পুনরায় লিখিত হয়নি।
- নতুন নিয়ম থেকে দেখি।

- মূল লেখকরা একে গ্রিক ভাষায় লিখেছিল।
- আমাদের কাছে যদিও সেই মূল পাণ্ডুলিপিসমূহ নেই, কিন্তু মূল টেক্স্ট-এর ৬,০০০ কপি পাওয়া গেছে।
- সবথেকে পুরানো যে কপি আমাদের কাছে আছে, তা মূল পাণ্ডুলিপি রচনার ১০০ বৎসরেরও কম সময় পর লেখা হয়েছিল।
- আর এই সমস্ত কপি বা পাণ্ডুলিপি একে অন্যের সঙ্গে শতকরা ৯৯.৫ ভাগ মিলের অধিকারী।
- এই সমস্ত কপিগুলির মধ্যে কেবল মাত্র শতকরা ০.৫ ভাগ পার্থক্য চোখে পড়ে।
- আর সেই সমস্ত পার্থক্য বাইবেলের প্রধান শিক্ষার প্রতি প্রচুর গুরুত্বের অধিকারী পার্থক্য নয়।
- পরিবর্তে, এগুলি খুবই ছোট-খাটো পার্থক্য, যেমন একটি সংস্করণে যখন ''যীশু'' লেখা হয়েছে, তখন অন্য একটি সংস্করণে ''যীশু খ্রীস্ট'' লেখা হয়েছে।
- তাই, আজ আমাদের হাতে যে বাইবেল আছে, তা ঐ সমস্ত কপিকে ভিত্তি করে একটি চমৎকার নিখুঁত সংকলন।
- তাই, এ কথা বলার মধ্যে কোনও দোষ নেই যে, আজ আমাদের হাতে যে বাইবেল বর্তমান, তা মূল লেখকদের ঈশ্বর যা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তারই সমান।
- ঈশ্বর, তাঁর প্রজ্ঞায় তাঁর স্বাক্ষরকে ত্যাগ করেননি।
- মানুষ, আমরা একে প্রতিমায় রূপান্তরিত করতে পারতাম।
- তাই, আমরা যখন অনুবাদ করি, তখন মূল পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে থাকি।
- ইংরাজি, বাংলা, জাপানী, কোরীয়, ইরানী।
- প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল ১,২০০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
- তাহলে, আমরা কী শিখলাম?
- বাইবেল হল ঈশ্বরের প্রকাশ।
- বাইবেল অভ্রান্ত ও সত্যসিদ্ধ।
- বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রেরণার দ্বারা দত্ত হয়েছে।
- বাইবেল সম্পূর্ণ।
- আর শেষে, বাইবেল ক্ষমতার অধিকারী।
- এটি গুরুত্বপূর্ণ।
- এটি অপরিহায্য।
- আমরা যে যুগে বাস করি, সেই যুগে আমরা আমাদের নিজেদের পছন্দ অনুসারে গ্রহণ বা বর্জন করে থাকি।
- আমরা তাই লোকদের মুখে এমন কথা শুনি, *"আমার চিন্তায়, ঈশ্বর হলেন . . .।''*
- কিন্তু এটি আমাদের ধারণা বা মতের বিষয় নয়।
- এটি হল ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, যা তিনি সম্পূর্ণ ও ক্ষমতাপূর্ণ শাস্ত্রে নিঃশ্বসিত করেছেন।
- তাই, আমরা নিজেদের পছন্দ মতো তাদের বেছে নিতে পারি না।
- আমাদেরকে বাইবেল উপলব্ধি করতে হবে।

- কিন্তু উপলব্ধি করার অর্থ এই নয় যে, বাইবেলকে আমরা আমাদের নিজেদের মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করব।
- আমরা আমাদের সীমিত ও পাপে পতিত মনকে ঈশ্বরের বাক্যে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করব।
- আমাদের প্রকৃত অর্থে বাইবেলের বাক্যের নিচে দাঁড়াতে হবে।
- কোনও বিষয় বাইবেল যদি কিছু বলে, তবে তা চিরকালের জন্য সত্য।
- আমরা যেন কখনও আমাদের সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে একে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান না করি। বাইবেল সম্পূর্ণ ভাবে সত্য।

# ক্যালভিনবাদের পাঁচটি বিষয় *(Five Points of Calvinism)*

**২য় দিন; ৩য় পর্ব**

- ক্যালভিনবাদের পাঁচটি পয়েন্ট বা বিষয় কেন তৈরি করা হয়েছিল, তার কারণ উপলব্ধি করতে হলে, ষোড়শ শতাব্দীতে নেদারল্যান্ডে যে ঈশতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব *(theological conflict)* তৈরি হয়েছিল, আমাদের তার পরিক্রমা করতে হবে।
- ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে, জেমস্ আরমিনিউস (যিনি তার আগের বৎসরে মারা গেছিলেন) নামে নেদারল্যান্ডের একটি সেমিনারীর অধ্যাপকের অনুসরণকারীরা তাঁর শিক্ষাকে ভিত্তি করে বিশ্বাসের পাঁচটি অনুচ্ছেদ *(Five Articles of Faith)* সংকলন করেন।
- আর্মেনিয়নরা এই পাঁচটি বিষয়কে তাদের আপত্তি বা প্রতিবাদ *(remonstrance or protest)* হিসাবে উপস্থাপিত করে।
- এর দ্বারা তারা বেলজিক বিশ্বাস সূত্র *(Belgic Confession of Faith)* এবং হাইডেলবার্গ প্রশ্নোত্তরের *(Heidelberg Catechism)* বিভিন্ন অংশের প্রতি আপত্তি জানায়।
- তাদের সেই পাঁচটি বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার হল
    - আমাদের মধ্যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস পূর্বে দেখে ঈশ্বর আমাদের মনোনীত *(election)* করেন কিংবা প্রত্যাখান *(reprobation)* করেন।
    - খ্রীস্ট যদিও সমস্ত ও প্রত্যেক মানুষের জন্য মরেছেন, কিন্তু কেবল বিশ্বাসীরা পরিত্রাণ পায়।
    - মানুষ এতখানি পাপে পতিত যে, বিশ্বাস ও যে কোনও ধরণের সৎকাজের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রয়োজন।
    - মানুষ এই অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করতে পারে।
    - যে সমস্ত ব্যক্তি প্রকৃত নতুনজন্ম লাভ করেছেন, তারা নিশ্চিতভাবে তাদের বিশ্বাস রক্ষা করবেন কি না সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।
- এর উত্তরে, ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে নেদারল্যান্ডের ডর্ট শহরে *(Dort)* একটি জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান করা হয়।
- এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, জেমস্ আরমিনিউসের শিক্ষাকে শাস্ত্রের আলোকে দেখা।
- এই সম্মেলনে, ৮৪ জন ডাচ্ ঈশতাত্ত্বিক এবং জার্মান, সুইজারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের ২৭ জন ঈশতাত্ত্বিক যোগ দেন; এবং তারা শাস্ত্রের গুরুতর পর্যালোচনা করেন।
- ৭ মাস ধরে তারা ১৫৪টিরও বেশি পর্বে *(session)* মিলিত হন।
- ডর্টের এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হিসাবে, আরমিনিউসের ৫টি মতবাদকে ভ্রান্তশিক্ষা আখ্যা দেওয়া হয় ও বর্জন করা হয়।
- এই সম্মেলনে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়, তা হল, আমাদের পরিত্রাণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল।
- তারা সেই চিন্তাকে বর্জন করে, যা এই শিক্ষা দেয়, পাপী নিজেকে পরিত্রাণ করে, অথবা নিজের পরিত্রাণে অংশ নিতে পারে।

**১। সম্পূর্ণ পতন** *(Total depravity)* **- নিজের পরিত্রাণে মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষমতা**

- পাপে পতিত হবার কারণে, মানুষ আমরা নিজেরা পরিত্রাণ পাবার জন্য সুসমাচারে বিশ্বাস করতে পারি না।
- ঈশ্বরের বিষয়সমূহের প্রতি পাপী মৃত, অন্ধ, এবং বধির; তাদের হৃদয় প্রতারক ও অত্যন্ত দূষিত।
- তাদের ইচ্ছা স্বাধীন নয়, তা তাদের মন্দ প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ।
- তাই, তারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, মন্দের উপর উত্তমকে পছন্দ করে না- প্রকৃতপক্ষে পছন্দ করতে পারে না।
- ফলস্বরূপ, খ্রীস্টের কাছে পাপীকে আনয়ন করতে কেবল পবিত্র আত্মার সাহায্য নয়, কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রয়োজন; যে প্রয়োজন হল নতুনজন্ম, যার দ্বারা পবিত্র আত্মা পাপীদের জীবিত করেন ও নতুন প্রকৃতি দেন।
- বিশ্বাস এমন বিষয় নয়, যা পাপীরা তাদের পরিত্রাণে পবিত্র আত্মার কাজের সঙ্গে যুক্ত করে, কিন্তু আসলে তা হল ঈশ্বরের পরিত্রাণের উপহারেরই একটি অংশ- বিশ্বাস হল পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের উপহার, ঈশ্বরের প্রতি পাপীদের উপহার নয়।

**২। নিশর্ত মনোনয়ন** *(Unconditional election)* **- কাকে পরিত্রাণ করবেন, সে বিষয়ে ঈশ্বরের পছন্দ**

- জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কিছু ব্যক্তিকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করতে ঈশ্বরের পছন্দ সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর নিজের সার্বভৌম ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।
- পাপীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে এই ভাবে পছন্দ করা তাদের দিক থেকে কোনও বাধ্যতা, কিংবা বিশ্বাস, বা অনুতাপকে পূর্বে দেখার ভিত্তিতে সাধিত হয়নি।
- এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, ঈশ্বর যাদের পূর্বে মনোনীত করেছেন, তাদের প্রত্যেককে বিশ্বাস ও অনুতাপ দিয়ে থাকেন।
- বিশ্বাস ও অনুতাপ হল ঈশ্বরের মনোনয়নের ফল, কারণ নয়।
- অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির মধ্যে চারিত্রিক উৎকর্ষতা অথবা কাজ পূর্বে দেখে মনোনয়ন ঠিক করা হয়নি বা শর্তসাপেক্ষ করা হয়নি।
- যাদেরকে ঈশ্বর সার্বোভৌম ভাবে মনোনীত করেছেন, তাদেরকে তিনি তাঁর আত্মার ক্ষমতায় স্বেচ্ছায় খ্রীস্টকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক করেন।
- তাই, আমাদের পরিত্রাণের চূড়ান্ত কারণ হল, পাপীদেরকে ঈশ্বরের পছন্দ, ঈশ্বরকে পাপীদের পছন্দ নয়।

**৩। সীমিত প্রায়শ্চিত্ত** *(Limited atonement)* **- মনোনীতদের প্রতি খ্রীস্টের কাজের প্রয়োগ ঘটেছে**

- পাপীদের পরিত্রাণ করতে খ্রীস্ট যে কাজ সাধন করেছেন, তা কেবল ঈশ্বরের মনোনীতদের মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে সাধিত হয়েছে, এবং তা কেবল তাদের পরিত্রাণ নিশ্চিত করেছে।
- খ্রীস্টের মৃত্যু ছিল নির্দিষ্ট পাপীদের পরিবর্তে, তাদের পাপের শাস্তি তিনি তাদের পরিবর্তে সহ্য করেছেন।
- তাঁর সন্তানদের পাপ ক্ষমার পাশাপাশি, খ্রীস্ট তাদের পরিত্রাণের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিশ্চিত করেছেন, যার মধ্যে বিশ্বাসও আছে, যা পাপীদের তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে।
- খ্রীস্ট যাদের জন্য মরেছেন, আত্মার দ্বারা তাদের প্রত্যেকের প্রতি বিশ্বাসের উপহার নির্ভূল ভাবে প্রযুক্ত হয়, এবং তার দ্বারা তাদের পরিত্রাণের গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

**৪। অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহ** *(Irresistable grace)* **- পরিত্রাণ গ্রহণ করতে পবিত্র আত্মার ফলপ্রসূ আহ্বান**

- মনোনীতদের প্রতি সুসমাচারের বাহ্যিক বা সাধারণ আহ্বানের (যা সুসমাচার শ্রবণকারী প্রত্যেক মানুষের কাছে উপস্থিত হয়) পাশাপাশি, পবিত্র আত্মা বিশেষ আভ্যন্তরীন আহ্বান উপস্থিত করেন, যা তাদেরকে অবশ্যই পরিত্রাণ দিয়ে থাকে।

- বাহ্যিক আহ্বান (যা ব্যতিক্রম ছাড়া সকলের কাছে উপস্থিত হয়) বর্জিত হতে পারে, প্রায়ই যা ঘটে থাকে।
- আভ্যন্তরীন আহ্বানকে (যা কেবল মনোনীতদের প্রতি উপস্থিত হয়) বর্জন করা যায় না; তা সর্বদা মনপরিবর্তনের ফল উৎপন্ন করে।
- এই বিশেষ আহ্বানের উপায়কে ব্যবহার করে, পবিত্র আত্মা পাপীদের অপ্রতিরোধ্য ভাবে খ্রীস্টের কাছে আনেন।
- পরিত্রাণের প্রয়োগে মানুষের ইচ্ছার দ্বারা পবিত্র আত্মা তাঁর কাজে সীমাবদ্ধ নন, আবার এই কাজে সাফল্যের জন্যও তিনি মানুষের সহযোগিতার উপর নির্ভর করেন না।
- মনোনীতদের তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে, বিশ্বাস করতে, অনুতাপ করতে, এবং খ্রীস্টের কাছে স্বাধীন ভাবে ও স্বেচ্ছায় আসতে পবিত্র আত্মা অনুগ্রহ সহকারে কাজ করেন।
- অতএব, ঈশ্বরের অনুগ্রহ হল অপ্রতিরোধ্য; যাদের প্রতি তাঁর ফলপ্রসূ আহ্বান প্রসারিত, তাদের পরিত্রাণ করতে তিনি কখনও ব্যর্থ হন না।

৫। **বিশ্বাসীদের সংরক্ষণ (পরীক্ষাসিদ্ধতা)** *(Perseverance of the saints)* - **পরীক্ষাসিদ্ধ হতে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের শক্তি যোগান**

- যে সমস্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত, খ্রীস্টের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা বিশ্বাসপ্রাপ্ত, তারা চিরকালের জন্য পরিত্রাণপ্রাপ্ত।
- তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাসে স্থির থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাসিদ্ধ হয়।
- এই পাঁচটি পয়েন্টকে *TULIP* নামে অভিহিত করা হয়।
- *<u>T</u>otal depravity, <u>U</u>nconditional election, <u>L</u>imited atonement, <u>I</u>rresistable grace, <u>P</u>erseverance of the saints.*
- তাই, ক্যালভিনবাদ অনুসারে, যা হল বাইবেলভিত্তিক খ্রীস্টধর্ম, পাপী মানুষের পরিত্রাণ ত্রিত্ব ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- পিতা লোকদের মনোনীত করেন, পুত্র তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং মনোনীতদের অনুতাপ ও বিশ্বাসে আনয়ন করে পবিত্র আত্মা তাদের জীবনে খ্রীস্টের কাজ ফলপ্রসূ করেন, এবং তার দ্বারা তাদেরকে স্বেচ্ছায় সুসমাচারের প্রতি বাধ্য করেন।
- এই প্রক্রিয়ার সমস্ত দিক (মনোনয়ন, মুক্তি, নতুনজন্ম) হল ঈশ্বরের কাজ এবং কেবল তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা।
- তাই, মানুষ নয়, কিন্তু ঈশ্বরই স্থির করেন, কে কে তাঁর পরিত্রাণের উপহার লাভ করবে।
- উচ্চাঙ্গ আর্মিনিয়বাদ *(Classical Arminianism)* এবং ক্যালভিনবাদের *(Calvinism)* মধ্যে পার্থক্য কী?

| ক্যালভিনবাদের *(Calvinism)* | উচ্চাঙ্গ আর্মিনিয়বাদ *(Classical Arminianism)* |
|---|---|
| ১। সেই ঈশ্বরের কথা ঘোষণা করে, যিনি পাপীদের পরিত্রাণ করেন। | ১। এমন ঈশ্বরের কথা বলে, যিনি নিজেকে রক্ষা করতে পাপীকে সক্ষম করেন। |
| ২। পরিত্রাণকে কেবল ঈশ্বরের কাজের উপর নির্ভরশীল করে। | ২। মানুষের কাজের উপর নির্ভরশীল করে। |
| ৩। বিশ্বাসকে ঈশ্বরদত্ত পরিত্রাণের উপহার *(God's gift of salvation)* হিসাবে বর্ণনা করে। | ৩। পরিত্রাণে মানুষের নিজের অংশ *(contribution)* হিসাবে বর্ণনা করে। |
| ৪। মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত বিশ্বাসীর গৌরব ঈশ্বরকে দেয়। | ৪। এই গৌরবকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ভাগ করে, সেই ঈশ্বর যিনি পরিত্রাণকে সম্ভব করেছেন; এবং সেই মানুষ যে এটিকে কার্যকর করেছে। |

# পরিত্রাণের ধাপ *(Ordo Salutis)*
**২য় দিন; ৪র্থ পর্ব**

**প্রারম্ভিক অনুধ্যান** *(Introductory Reflection)*

১। ১করিন্থীয় ১:১৭-২৫

২। রোমীয় ১০:১৩-১৭

## ভূমিকা

- সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে পাপীদের পরিত্রাণ করতে ঈশ্বর মনস্থ করেছেন।
- ১করিন্থীয় ১:২১ পদে বলা হয়েছে, ***"প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করতে ঈশ্বরের সুবাসনা হল।"***
- এই কারণে খ্রীস্ট মণ্ডলীকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তারা জগতের প্রত্যেক মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে যায়।
- বাইবেল আমাদের কাছে পরিত্রাণের পথকে এইভাবে বর্ণনা করে:
- ***"অতএব বিশ্বাস শ্রবণ থেকে এবং শ্রবণ খ্রীস্টের বাক্য দ্বারা হয়"*** (রোমীয় ১০:১৭)।
- এটি আবেগ বা অভিজ্ঞতার বিষয় নয়।
- এটি হল প্রচারিত সুসমাচারের সত্য সম্বন্ধীয়।

## কেন কিছু?

- কিন্তু যে প্রশ্ন ওঠে, তা হল: সুসমাচার শুনে যখন কিছু ব্যক্তি তা গ্রহণ করে, তখন অন্যরা কেন তা গ্রহণ করে না?
- যখন কিছু মানুষের কাছে সুসমাচার মনপরিবর্তন আনয়ন করে, তখন অন্যদের ক্ষেত্রে, তা কেন তাদের হৃদয়কে কঠিন করে?
- **এটা সুসমাচারের কারণে নয়।**
- এ হল সেই একই সুসমাচার, যা একজনের কাছে প্রচারিত হয়, তা অন্য জনের কাছেও প্রচারিত হয়।
- সুসমাচারে যীশুকে কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই সকলের কাছে প্রস্তাব *(offer)* দেয়।
- এই চিন্তা ভুল যে, পরিত্রাণ কেবল মনোনীতদের কাছে প্রস্তাব *(offer)* দেয়।
- এই পরিত্রাণ সকলের কাছে প্রস্তাব *(offer)* দেয়।
- যেমন রোমীয় ১০:১৩ পদে বলা হয়েছে, ***"যে কেউ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাবে।"***
- সুসমাচারের মধ্যে এমন কোনও বিষয় নেই, যা কোন ব্যক্তিকে এর মধ্যে সুসমাচারের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়।

- **এটা মানুষদের কারণেও নয়।**
- যদি একজন সুসমাচার গ্রহণ করে এবং অন্যজন গ্রহণ না করে, তা দেখে আমরা এমন ভুল চিন্তার বশবর্তী হতে পারি যে, অন্যজন অপেক্ষা প্রথম জন উত্তমতর প্রকৃতির অধিকারী।
- আমরা মনে করতে পারি যে, অন্যজন প্রথম জন অপেক্ষা বেশি পাপপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী।
- কিন্তু এ কথা সত্য নয়।
- বাইবেল আমাদের বলে, সমস্ত মানুষ তাদের প্রকৃতিতে পাপে ও অপরাধে মৃত।
- ইফিষীয় ২:১ পদে বলা হয়েছে, ***"যখন তোমরা নিজের নিজের অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে . . .।"***
- আর এমন কোনও ব্যক্তি নেই, যে নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে সুসমাচারকে কখনও গ্রহণ করে।
- ১করিন্থীয় ২:১৪ পদে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু প্রাণিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কারণ তার কাছে সেই সকল মূর্খতা; আর সেই সকল সে জানতে পারে না, কারণ তা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।"***
- সহজ সত্য হল, ঈশ্বর যদি মানুষদেরকে নিজেদের ক্ষমতার কাছে ছেড়ে দিতেন, এবং তাদের নিজেদের স্বাভাবিক ইচ্ছার কাছে ছেড়ে দিতেন, তাহলে পৃথিবীর কোনও মানুষ সুসমাচার গ্রহণ করতে পারত না।
- তথাপি, অনেক মানুষ সুসমাচার গ্রহণ করে।
- কেন?
- **ফলপ্রসূ আহ্বান**
- যে সমস্ত মানুষ সুসমাচার গ্রহণ করে, তারা কেবল সেই সুসমাচারের প্রচার শোনে না, কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা তারা নতুনজন্মও লাভ করে।
- তাই, তাদেরকে ফলপ্রসূভাবে আহূত বলা হয়।
- প্রক্রিয়াটি এই ভাবে ঘটে:
    - সুসমাচার মানুষদের কাছে প্রচারিত হয়
        - যারা সেই সুসমাচার শোনে, তারা সকলেই পাপে মৃত।
        - তারা সেই সুসমাচার বিশ্বাস করতে পারে না, কারণ তাদের চিন্তায় তা মূর্খতা।
    - কিন্তু কিছু মানুষকে পবিত্র আত্মা নতুনজন্ম দেন
        - এই নতুনজন্মের অর্থ, নতুন-সৃষ্টি, মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হওয়া
        - সমস্ত অলৌকিক কাজের ঊর্ধ্বে হল এই অলৌকিক কাজ
        - এই নতুনজন্ম একজন মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত করে
    - ফলস্বরূপ, সুসমাচার ক্ষমতাপূর্ণ প্রভাবের অধিকারী
        - যা পূর্বে মূর্খতা বলে মনে হয়েছে, তা এখন হৃদয়কে শেলবিদ্ধ করে।
        - আর যা পূর্বে কেবল মানুষের কথা বলে মনে হয়েছে, তা এখন প্রকৃত সত্য হিসাবে গৃহীত হয়, ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে যা বিশ্বাসকারীদের মধ্যে ফলপ্রসুভাবে কাজ করে (১থিষলনীকীয় ২:১৩)।

- যোহন ১১ অধ্যায় থেকে লাসারের উপমা
- লাসার মৃত ছিল।
- মৃত হবার কারণে সে কিছুই শুনতে বা করতে পারত না।
- তথাপি যীশু তার কবরের কাছে এগিয়ে যান ও কবর থেকে বেরিয়ে আসতে তাকে আদেশ করেন।
- এটি হল, পাপীরা যখন সুসমাচার শোনে, তার ন্যায় ঘটনা।
- আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত অবস্থায়, সুসমাচার এক কান দিয়ে ঢোকে আর অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।
- কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন তাদের সেই মৃত অবস্থা থেকে তাদের আহ্বান করেন, তাদের মধ্যে তখন জীবন ফিরে আসে।
- অনেকের চিন্তায়, এর দ্বারা মানুষদের যন্ত্র-মানব *(robot)* বলে ধরা হয়।
- এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে, যারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করে না, তারা চাইলেও পরিত্রাণ পেতে পারে না।
- আর যারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে, তারা না চাইলেও পরিত্রাণ পায়।
- অন্য ভাষায়, এই শিক্ষায়, মানুষের নিজের ইচ্ছার কোনও স্থান নেই।
- এ কথা কখনও সত্য নয়।
- **কেউই তাদের নিজেদের ইচ্ছা ব্যতীত বিনষ্ট হয় না।**
- প্রাণিক মানুষ ঈশ্বরের বিষয়গুলি গ্রহণ করে না।
- মথি ১২:৩৩-৩৭।
- **সমস্ত পছন্দ হৃদয় থেকে এসে থাকে।**
- **আমাদের কথা ও কাজ আমাদের প্রকৃতিকে বর্ণনা করে।**
- **পাপের কারণে, আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে স্বাধীন, কিন্তু আমাদের যা করা উচিৎ, তা করতে আমরা স্বাধীন নই।**
- ঈশ্বর যে পদ্ধতিতে চান, মানুষ সেই পদ্ধতিতে পরিত্রাণ পেতে চায় না।
- কেবল যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে কোনও মানুষই ইচ্ছা করে না।
- আর এটা ঈশ্বরের দোষ নয়, কারণ এই ভাবে তিনি তাকে সৃষ্টি করেননি।
- আর এমন অনুভব করতে ঈশ্বরও মানুষদের উপর বল প্রয়োগ করেননি।
- এটা হল, এদেন উদ্যানে মানুষের স্বাধীন পছন্দের ফল।
- নতুনজন্ম হল একটি সৃষ্টির *(creation)* কাজ, দমন নীতির শাসনের *(coercion)* কাজ নয়।
- কোনও মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করাকে দমন নীতির শাসন বলে।
- পরিবর্তে, নতুনজন্ম হল, একটি মানুষের মধ্যে নতুন ইচ্ছা সৃষ্টি করা।
- নতুনজন্ম হল, একজন ব্যক্তিকে নতুন হৃদয় দান করা।
- আমরা যখন এই কাজের কথা বলি, তখন আমরা **অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহের** কথা বলে থাকি।

- আর এর অর্থ এই নয় যে, মানুষরা যা করতে আগ্রহী নয়, ঈশ্বর তাদের তা করতে বাধ্য করেন।
- এর অর্থ, আগে তারা যা করতে আগ্রহী ছিল না, এখন তাদের তা করতে আগ্রহী করতে ঈশ্বর তাদের পরিবর্তিত করেন।

**আহ্বানের ফল**

- তিনটি ঘটনা ঘটতে বাধ্য।
- **আমরা সুসমাচারের সত্য** *(TRUTH of the Gospel)* **দেখতে পাব।**
- একজন অন্ধ মানুষের ন্যায় যে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে।
- সেই ব্যক্তি কীসের জন্য সুসমাচার, সেই সত্য দেখতে পাবে- পরিত্রাণের উপায় সমূহ।
- **আমরা আমাদের পাপের বাস্তবতা** *(REALITY of our sin)* **দেখতে পাব।**
- এই ধরণের মানুষ তাদের জীবনে যীশুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, যিনি তাদের পাপের জন্য মূল্য দিতে তাদের পরিবর্তে নিজের জীবন দিয়েছেন।
- এটি এমন বিষয় নয়, যা তাদের উপর জোর করে চাপানো হয়।
- কিন্তু এটি হল এমন বিষয়, যা তাদের নতুনীকৃত প্রকৃতির কারণে তারা গভীর ভাবে অনুভব করে।
- **আমরা দেখতে পাব, অনুতাপ** *(REPENTANCE)* **ও যীশুতে আস্থাস্থাপনই** *(TRUST)* **একমাত্র পথ**
- তারা এখন নিজেদের কাজ উপলব্ধি করার কারণে এই ইচ্ছা তাদের হবে।
- তাই, পবিত্র আত্মার কাজ লোকদের পরিত্রাণ পেতে বল প্রয়োগ করে না।
- কিন্তু পবিত্র আত্মা তাদের চোখ খুলে দেয়, এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরায়, এবং শয়তানের ক্ষমতা থেকে ঈশ্বরের ক্ষমতায়, যেন তারা পাপের ক্ষমা লাভ করে।

**বিপদ**

- নিজেদের ফলপ্রসূ আহ্বান সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার বিষয় একটি বিপদ এড়িয়ে চলার প্রয়োজন আছে।
- **এটি আবেগের বিষয় নয়।**
- নতুনজন্ম না হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মধ্যে দৃঢ় অনুভূতি অথবা অসাধারণ অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।
- ফলপ্রসূ আহ্বান হঠাৎ হতে পারে।
- আবার তা ক্রমশ ধারাবহিক পদ্ধতিতেও হতে পারে।
- দৃঢ় অনুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু তা নাও থাকতে পারে।

## পরিত্রাণের ধাপ *(ORDO SALUTIS) (Order of Salvation)*

**মনোনয়ন**

সৃষ্টির পূর্বে, তাঁর সার্বভৌম উত্তম ইচ্ছার কারণে, ঈশ্বর কিছু ব্যক্তিকে পরিত্রাণের জন্য মনোনীত করেছেন।

**আহ্বান (ফলপ্রসূ আহ্বান)**

মানুষের দ্বারা সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের নিজের কাছে আহ্বান করে থাকেন, যেন তারা উদ্ধারকারী বিশ্বাসে উত্তর দেয়।

**নতুনজন্ম**

যারা আহূত, ঈশ্বর তাদের মধ্যে গোপনে এবং সার্বভৌম ভাবে আধ্যাত্মিক জীবন রোপন করে থাকেন।

**মনপরিবর্তন**

আমরা স্বেচ্ছায় সুসমাচারের আহ্বানের প্রতি উত্তর দান করি, আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করি এবং পরিত্রাণের জন্য খ্রীস্টে আস্থা স্থাপন করি।

**ধার্মিকীকরণ**

এ হল ঈশ্বরের তাৎক্ষণিক আইন-সংক্রান্ত কাজ, যার দ্বারা তিনি ঘোষণা করেন যে আমাদের পাপ সকল ক্ষমা করা হয়েছে এবং খ্রীস্টের ধার্মিকতা আমাদের উপর আরোপ করা হয়েছে।

**দত্তকপুত্রত্ব**

এ হল ঈশ্বরের সেই কাজ যার দ্বারা তিনি আমাদের তাঁর পরিবারের সদস্য করেন।

**শুদ্ধিকরণ/ শুচিকরণ/ পরিত্রীকরণ**

এ হল ঈশ্বর ও মানুষের একটি প্রগতিশীল, সারাজীবন ধরে চলে, এমন কাজ। এর দ্বারা আমরা পাপ থেকে মুক্ত হই এবং আমরা আরও খ্রীস্টের ন্যায় হই।

**পরীক্ষাসিদ্ধতা**

যারা ধার্মিকগণিত হয়, তারা সকলে ঈশ্বরের ক্ষমতার দ্বারা রক্ষিত হয় এবং তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে সংরক্ষিত হয়।

**গৌরবান্বিতকরণ**

শেষে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের থেকে পাপের সমস্ত চিহ্ন ঈশ্বর দূর করবেন এবং তাদের পুনরুত্থানের শরীর দেবেন।

# চুক্তি-সম্বন্ধীয় গঠন *(The Covenantal Framework)*

**৩য় দিন; ৫ম পর্ব**

*[৯] কিন্তু, প্রিয়তমেরা, যদ্যপি আমরা এইরূপ বলিতেছি, তথাপি তোমাদের বিষয়ে এমন দৃঢ় প্রত্যয় করিতেছি যে, তোমাদের অবস্থা ইহা*
*অপেক্ষা ভাল এবং পরিত্রাণযুক্ত। [১০] কেননা ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন; তোমাদের কার্য, এবং তোমরা পবিত্রগণের যে পরিচর্যা করিয়াছ ও*
*করিতেছ, তদ্দ্বারা তাঁহার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম, এই সকল তিনি ভুলিয়া যাইবেন না। [১১] কিন্তু আমাদের বাসনা এই, যেন*
*তোমাদের প্রত্যেক জন একই প্রকার যত্ন দেখায়, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাশার পূর্ণতা থাকিবে; যেন তোমরা শিথিল না হও, [১২] কিন্তু*
*যাহারা বিশ্বাস ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞা-সমূহের দায়াধিকারী, তাহাদের অনুকারী হও। [১৩] কেননা ঈশ্বর যখন অব্রাহামের নিকটে*
*প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির নামে শপথ করিতে না পারাতে আপনারই নামে শপথ করিলেন, [১৪] কহিলেন, **"আমি***
***অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করিব, এবং তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব।"** [১৫] আর এইরূপে দীর্ঘসহিষ্ণুতা করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞাপ্রাপ্ত*
*হইলেন। [১৬] মনুষ্যেরা তো মহত্তর ব্যক্তির নাম লইয়া শপথ করে; এবং দৃঢ়ীকরণার্থে শপথই তাহাদের সমস্ত প্রতিকূলবাদের অন্তক। [১৭]*
*এই ব্যাপারে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞার দায়াধিকারীদিগকে আপন মন্ত্রণার অপরিবর্তনীয়তা আরও অতিরিক্তরূপে দেখাইবার বাসনায় শপথের*
*প্রয়োগ দ্বারা মধ্যস্থতা করিলেন; অভিপ্রায় এই, [১৮] যে ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন অপরিবর্ত্তনীয় দুই ব্যাপার দ্বারা*
*আমরা -যাহারা সম্মুখস্থ প্রত্যাশা ধরিবার জন্য শরণার্থে পলায়ন করিয়াছি - যেন দৃঢ় আশ্বাসপ্রাপ্ত হই। [১৯] আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে,*
*তাহা প্রাণের লঙ্গরস্বরূপ, অটল ও দৃঢ়, এবং তিরস্করিণীর ভিতরে যায়। [২০] আর সেই স্থানে আমাদের নিমিত্ত অগ্রগামী হইয়া যীশু প্রবেশ*
*করিয়াছেন, মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী অনন্তকালীন মহাযাজক হইয়াছেন। ইব্রীয় ৬:৯-২০*

**ভূমিকা**

- চুক্তি সম্বন্ধে এই শাস্ত্রাংশ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোন তুলে ধরে।
- চুক্তির সামগ্রিক কাজ, এবং বিশেষত চুক্তির চিহ্নের কাজ হল ঈশ্বরের সুনজর সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত করা।
- এই শাস্ত্রাংশ ঈশ্বরের বিষয় এই কথা বলে যে, তিনি চুক্তির দ্বারা তাঁর প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত করে থাকেন, এটি হল এমন কর্ম-পদ্ধতি, যার দ্বারা আমাদের প্রতি পরিত্রাণে তাঁর উদ্দেশ্যকে তিনি নিশ্চিত করেন।
- যখন আপনি সন্দেহের সঙ্গে লড়াই করেন, সধারণত সেই সন্দেহের সঙ্গে নিশ্চয়তার প্রশ্ন জড়িত।
- শুরু থেকে তাঁর বাক্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে একটি বিষয়ে ঈশ্বর সবথেকে বেশি সময় ব্যয় করেছেন, তা হল বিশ্বাসীদের নিশ্চয়তা।
- আদি ১৫-১৭ অধ্যায়ে, অব্রাহাম যখন তার বিশ্বাসে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল, ঈশ্বর তখন তাকে চুক্তির চিহ্নের দ্বারা নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন।
- ২শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে, দাউদ যখন তার বিশ্বাসে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল, ঈশ্বর তখন তাকে চুক্তির দ্বারা নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, সিংহাসনে দাউদের বংশধরদের স্থায়িত্ব দানের মাধ্যমে।
- আমরা যখন আমাদের জীবনের প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসে দ্বিধাগ্রস্ত হই, তখন আমাদের কাছে চুক্তির চিহ্ন দেওয়া হয়েছে– **প্রভুর ভোজ** এবং **বাপ্তিস্ম**।
- অতএব চুক্তির কাজ হল, ঈশ্বরের অবিচলিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের নিশ্চিত করা।
- তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং এই কথা বলেন, ***"আমি ইহা করব। আর আমি তোমার প্রতি এটা কেবল প্রতিজ্ঞা করি না, আমি একটি শপথ দ্বারা নিজেকে এর সঙ্গে আবদ্ধ করি, আর যেহেতু আমার থেকে মহত্তর কেউ নেই, আমি নিজেকে নিজের শপথ দ্বারা আবদ্ধ করি, যেন তার দ্বারা তোমার প্রতি আমার প্রতিজ্ঞা সমূহ পূর্ণ করি"*** (১৩ পদ)।
- আর মূলত সমস্ত বাইবেল হল, ঈশ্বরের চুক্তির বাস্তব রূপায়ন।

- তাই ঈশ্বরের চুক্তি হল, **সুসমাচার**।
- আর ঈশ্বরের চুক্তি আমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।
- হাইডেলবার্গ প্রশ্নোত্তরের প্রথম প্রশ্নোত্তরে আরসিনাস *(Ursinus)* লিখেছে,

  **প্র: আপনার জীবন ও মৃত্যুতে একমাত্র সান্ত্বনা কী?**

  উ: আমি যেন, আমার শরীর ও আত্মায়, আমার জীবনে ও মৃত্যুতে, আমার না হই, কিন্তু আমার বিশ্বস্ত পরিত্রাতা যীশু খ্রীস্টের হই; যিনি তাঁর বহুমূল্য রক্তের বিনিময়ে আমার সমস্ত পাপের দেনা সম্পূর্ণ ভাবে শোধ করেছেন, এবং আমাকে দিয়াবলের সমস্ত ক্ষমতা থেকে উদ্ধার করেছেন; এবং তিনি আমাকে এমন ভাবে রক্ষা করেন যে আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা ব্যতীত আমার মাথা থেকে একটি চুলও পতিত হয় না; বাস্তবিক, সমস্ত বিষয় যাতে আমার পরিত্রাণে সহায়ক হয়, সেই কারণে তিনি তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাকে অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন, এবং এখন থেকে তাঁর জন্য জীবন যাপন করতে আমাকে আন্তরিক ভাবে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত করে থাকেন।
- এমন গভীর সান্ত্বনা ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে প্রত্যাশ্য ও বিশ্বাস হয়ে এসেছে।
- আর এই সান্ত্বনা হল, পাপের নিষ্ঠুরতা ও নিরাশা সত্ত্বেও, যা আমাদের চারপাশে ও আমাদের মধ্যে বর্তমান, সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর (২করিন্থীয় ১:৩) একটি চুক্তির মাধ্যমে, তাঁর প্রজাদেরকে তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে (মথি ১:২১) আপন করুণায় নিজেকে স্বেচ্ছায় নত করেছেন।

## বিশ্বাসীদের কাছে চুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

- **এর দ্বারা আমরা <u>ঈশ্বরকে</u> জানি**
- যেহেতু ঈশ্বর একটি চুক্তির মাধ্যমে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে, আপন করুণায় স্বেচ্ছায় নিজেকে নত করেছেন, তাই তাঁর পছন্দের এই উপায়কে উপেক্ষা করে আমরা কখনও সঠিক ভাবে তাঁকে জানতে পারি না।
- **এর দ্বারা <u>আমাদের কী করতে হবে</u>, আমরা তা জানি**
- ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সুসমাচার ঘোষণা করতে, শিক্ষাদান করতে, এবং এর পক্ষসমর্থন করতে বলেছেন।
- এই সুসমাচার হল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার চুক্তি।
- তাই আমরা যদি চুক্তি জানতে বা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই, আমরা কখনও সম্পূর্ণ ভাবে ও বিশ্বস্ত ভাবে সুসমাচার ঘোষণা করতে, শিক্ষাদান করতে এবং এর পক্ষসমর্থন করতে পারি না।
- **এর দ্বারা আমরা <u>শাস্ত্র</u> জানি**
- আমরা যদি সঠিক ভাবে চুক্তিকে উপলব্ধি না করতে পারি, আমরা কখনও সঠিক ভাবে বাইবেল উপলব্ধি করতে পারি না।
- যদি বাইবেলের সমস্ত বিষয় চুক্তিকে কেন্দ্র করে জটিল ভাবে রচিত হয়ে থাকে, তাহলে চুক্তি সম্বন্ধীয় ভিত্তিকে বাদ দিয়ে আমরা কখনও বাইবেলের কোনও অংশকে সঠিক ভাবে জানতে বা উপলব্ধি করতে পারি না।
- তাই, চুক্তির নাগাল না পাওয়ার অর্থ বাইবেলেরও নাগাল না পাওয়া।
- **এর দ্বারা যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের বৃদ্ধি ঘটে**
  - নিশ্চয়তা

- অবিচলতা
- সাহসিকতা
- ধন্যবাদজ্ঞাপন

- আমরা যদি ঈশ্বরকে আমাদের চুক্তির প্রভু বলে স্বীকার ও গ্রহণ করি, এবং জানি তিনি কী করেছেন, তাহলে আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে বৃদ্ধি না পেয়ে থাকতে পারি না।

## চুক্তির গতিপথ

- সমগ্র ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বর তাঁর চুক্তি সম্পাদন করেছেন।
- মানুষের পরিত্রাণে ঈশ্বরের চুক্তি-সম্বন্ধীয় কাজ আবার **মুক্তির ইতিহাস** *(Redemptive History)* নামে পরিচিত।
- এই ইতিহাস আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত প্রবাহিত।
- এই ইতিহাস এই প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ: "**আমি তোমার ঈশ্বর হব, এবং তুমি আমার প্রজা হবে।**"

## চুক্তির বিষয়বস্তু

- চুক্তি হল **শর্ত পালনীয় ব্যক্তিগত সম্পর্ক** *(Binding Personal Relationship)*
- চুক্তির সঙ্গে সর্বদা **শর্ত** *(condition)* জড়িত।
- দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যখন কোনও চুক্তি সাধিত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু শর্ত পালনের প্রতিজ্ঞা *(binding promises)* করে থাকে, তারা এই কথায় রাজি হয় যে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে বিচারক হবেন, এবং সেই চুক্তি যে ভঙ্গ করবে, তার বিরুদ্ধে ঈশ্বর প্রতিশোধ নেবেন।
- মানুষের চুক্তিতে যে দুই জন অংশ গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সাধারণত সমান অধিকার ও ঐকমত্য ধরে নেওয়া হয়।
- সমান অধিকারের অংশীদার উভয়েই চুক্তির শর্ত ঠিক করে।
- কিন্তু সার্বভৌম প্রভু ও তাঁর সৃষ্ট সীমাবদ্ধ জীবের মধ্যে এমন কোনও দর কষাকষি চলতে পারে না।
- তাই এই ধরণের চুক্তি **ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের দ্বারা সম্পাদিত** *(Sovereignly administered)* হয়ে থাকে।
- মানুষের সঙ্গে (আদম, নোহ, অব্রাহাম, মোশি, দাউদ, খ্রীস্ট) ঈশ্বর যখন চুক্তি করেছেন, তখনও আমরা এই সত্যকে দেখতে পেয়েছি।
- প্রভুর জন্য দাসেরা কখনও কোনও শর্ত নিরূপন করতে পারে না।
- পরিবর্তে, ঈশ্বরই সার্বভৌম ভাবে ও তাঁর অনুগ্রহে সমস্ত শর্তাধীন বিষয়, শর্ত, ছাড়, প্রতিজ্ঞা এবং আচার-অনুষ্ঠান নির্ধারণ করে থাকেন।
- ঈশ্বরের চুক্তি দ্বিমুখী বা দ্বিপাক্ষিক *(bilateral)* নয়, কিন্তু একমুখী বা একতরফা *(unilateral)*।
- ঈশ্বরের চুক্তি পরিত্রাণে ও সমস্ত সৃষ্টির উপর তাঁর প্রভুত্ব ঘোষণা করে।
- তাই বাইবেলে উল্লেখিত প্রভু-দাসের চুক্তি সমূহ সমান অধিকারের দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি নয়।

- সেগুলি সার্বভৌম ভাবে ও একতরফা ভাবে চাপিয়ে দেওয়া অঙ্গীকার।
- আদম ঈশ্বরকে কোনও পরামর্শ দিতে পারেনি।
- চুক্তিতে অব্রাহাম কোনও ধারা যোগ করতে পারেনি।
- চুক্তিতে দাউদ কোনও শর্তের প্রস্তাব দিতে পারেনি।
- এই চুক্তি হল সম্পূর্ণ একচেটিয়া ভাবে *(exclusively)* সদাপ্রভুর অনুগ্রহপূর্ণ ও সার্বভৌম আদেশ।
- এই চুক্তি **সংযুক্তি** *(union)* ও **অংশগ্রহণকে (সহভাগিতাকে)** *(communion)* কেন্দ্রীভূত করে।
- এই চুক্তি ঈশ্বর এবং তাঁর দাসদের মধ্যে কিছু ফাঁকা (অন্তঃসারশূন্য) ও আইনসম্মত সম্পর্ক নয়।
- এটি হল সংযুক্তি ও অংশগ্রহণের (সহভাগিতার) অঙ্গীকার।
- স্বামী হিসাবে সদাপ্রভু তাঁর কনের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, এবং কনে হিসাবে তার দাস-দাসীরা তাঁকে স্বামীর সম্মান করবে।
- একই ভাবে, পিতা হিসাবে প্রভু তাঁর প্রজাদের সন্তান জ্ঞানে উষ্ণ ভালোবাসা, সুরক্ষা, এবং শাসন দিয়ে থাকেন; অন্যদিকে, পিতার উপস্থিতিতে তাঁর সন্তানরা তাঁর প্রতি বাধ্যতা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও তাঁতে আনন্দ করে থাকে।
- তাই ঈশ্বরের চুক্তি হল *প্রভু ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে ঈশ্বর-নির্ধারিত সংযুক্তি, শান্তি, বন্ধুত্ব ও সেবার অঙ্গীকার*।
- আমরা যখন এই মানচিত্র অনুসরণ করি, তখন আমরা চূড়ান্ত চিত্রে পৌঁছাই।
- সৃষ্টিতে আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আদমের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা সদাপ্রভু তাঁর সংযুক্তি ও সহভাগিতার কাজ শুরু করেছেন।
- কিন্তু আদম সেই সূচনার চুক্তিকে লঙ্ঘন করেছে, আর তাই ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে আরও একটি চুক্তি সরবরাহ করেছেন- পাপে পতিতদের জন্য একটি চুক্তি, পরিত্রাণ বা মুক্তির জন্য একটি চুক্তি।
- পাপে পতনের সঙ্গে সঙ্গে, এই অনুগ্রহপূর্ণ, মুক্তির চুক্তিকে সদাপ্রভু ক্রমশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছেন: পাপে পতিত আদমের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে; নোহের পর পৃথিবীর সংরক্ষণের মাধ্যমে; অব্রাহামের প্রতি একটি জাতি ও দেশের প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে; এবং মোশি, দাউদ ও অন্যান্য ভাববাদীদের কাছে এই সমস্ত প্রতিজ্ঞার মহত্তর প্রকাশের মাধ্যমে।
- প্রতিটি নতুন ধাপ সুন্দরভাবে পূর্ববর্তী ধাপ থেকে গঠিত হয়, পরবর্তী ধাপে প্রসারিত হয়।
- ছোট্ট ছবি যেমন ভাবে বড়ো আকার ধারণ করে *(pixelated image growing in resolution)*
- চূড়ান্ত পর্যায়ে, এই একক, ঐক্যবদ্ধ এবং অনুগ্রহপূর্ণ মুক্তির চুক্তি খ্রীস্টের কাজের দ্বারা শীর্ষে আরোহণ করেছে, যিনি হলেন শেষ ও প্রকৃত আদম, যিনি আমাদের প্রতিনিধি, যিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্বে পিতার সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেই সংযুক্তি *(union)* ও সহভাগিতার *(communion)* পুনরুদ্ধার করেছেন, যা প্রথম আদম বাতিল করেছিল।

## তিনটি চুক্তি

**(১) মুক্তির চুক্তি** *(The Covenant of Redemption)*

- সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্বের পরিধির মধ্যে আমরা যে প্রথম চুক্তিকে চিন্তা করব, তা মানুষদের অন্তর্গত করে না।
- কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

- এই মুক্তির চুক্তির অংশীদাররা মানুষের পাপ থেকে মুক্তিতে একসঙ্গে কাজ করে থাকেন, আর তারা হলেন পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা।
- এই চুক্তি অনাদি-অনন্তকালে *(in eternity)* সাধিত হয়েছে।
- মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা একটি প্রতিক্রিয়া *(reaction)* ছিল না, কিংবা দ্বিতীয় পরিকল্পনাও *(plan B)* ছিল না।
- সৃষ্টির পূর্বে, এমনকী মানুষের পাপে পতনের পূর্বে, ঈশ্বর এই মুক্তির পরিকল্পনা সম্পাদন করেছিলেন।
- এই মুক্তির চুক্তি ত্রিত্বের মধ্যে সংহতিকে প্রদর্শিত করে।
- এই মুক্তির চুক্তি মানুষের পরিত্রাণের পরিকল্পনায় পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সহমতের উপর জোর দেয়।
- এই চুক্তি মানুষের মুক্তিতে ত্রিত্বের ব্যক্তিদের ভূমিকাকে বর্ণনা করে।
- পিতা ঈশ্বরের দ্বারা পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর প্রেরিত হন।
- পুত্র ঈশ্বর স্বেচ্ছায় দেহায়িত হয়ে *(by incarnation)* এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।
- তিনি অনিচ্ছুক মুক্তিদাতা নন।
- পবিত্র আত্মা আমাদের পরিত্রাণের জন্য খ্রীস্টের কাজকে আমাদের প্রতি প্রয়োগ করেন।
- পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে পৃথিবীতে পাঠাতে পিতা ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েছেন।
- আর তাঁরা তাঁদের বিশেষ কাজ সম্পন্ন করতে প্রসন্ন হয়েছেন।
- যোহন ৩:১৬ পদ আমাদের বলে যে, ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন যে নিজের একজাত পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।
- এই মুক্তির কাজে পিতা ঈশ্বরই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।
- পুত্র ঈশ্বর স্বেচ্ছায় এই প্রেরণ কাজে নিজেকে অধস্তন *(subordinates Himself)* করেছেন।
- পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করার মধ্যে পুত্র আনন্দ উপভোগ করেছেন।
- যীশু তাঁর পর্থিব পরিচর্যার প্রথম ভাগে বারংবার পিতার পরিকল্পনা পালন করার ইচ্ছার কথা বলেছেন।
- যোহন ৪:৩৪ পদে যীশু এমন কথা বলেছেন, ***"আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করি . . .।"***
- তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, ***"জগৎ পত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গেছে, তার অধিকারী হও"*** (মথি ২৫:৩৪)।
- এর দ্বারা অনাদি-অনন্ত কালে ফিরে যাবার কথা বলা হয়েছে।
- ত্রিত্বের তিন সদস্যের মধ্যে উদ্দেশ্যগত ঐক্যকে নির্দেশ করে।
- সৃষ্টি যেমন ত্রিত্বের কাজ, মানুষের মুক্তিও একই ভাবে ত্রিত্বের কাজ।
- পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে পিতা ঈশ্বর প্রেরণ করেন।
- আমাদের পক্ষে পুত্র ঈশ্বর আমাদের মুক্তির মধ্যস্থতাকারীর কাজ *(mediatorial work of redemption)* সম্পন্ন করেছেন।

- আর পবিত্র আত্মা আমাদের প্রতি খ্রীস্টের কাজ প্রয়োগ করে থাকেন।
- মুক্তির এই চুক্তি আমাদের বলে যে, আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্ট মৃতু ভোগ করায়, আমাদের পরিত্রাণ নিঃসন্দেহে সুনিশ্চিত হয়েছে।

(২) **<u>কর্মের চুক্তি</u>** *<u>(The Covenant of Works)</u>*

- মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর যে প্রথম চুক্তি সম্পাদন করেছেন, তা **কর্মের চুক্তি** নামে আখ্যাত।
- ওয়েস্টমিন্স্টার বিশ্বাস সূত্রে একে **জীবনের চুক্তি** *(Covenant of Life)* বলা হয়েছে।
- আবার কিছু কিছু ঈশতাত্ত্বিক একে **সৃষ্টি চুক্তি** *(Covenant of Creation)* বলে থাকেন।
- ওয়েস্টমিন্স্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তি অনুসারে, এই চুক্তিতে *"নিখুঁত ও ব্যক্তিগত বাধ্যতার শর্তে, আদমের প্রতি এবং আদমে তার বংশধরদের প্রতি জীবন প্রতিজ্ঞা (অঙ্গীকার) করা হয়েছিল''* (৭.২)।
- এই বিষয়টি লক্ষ্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রথম চুক্তির সঙ্গে একটি শর্ত সংযুক্ত করা হয়েছিল।
- আর সেই শর্তটি হল: ব্যক্তিগত ও নিখুঁত বাধ্যতা।
- এটি হল একটি কর্মের শর্ত, এবং এটিই এই চুক্তির মূখ্য শর্তাধীন বিষয়।
- চুক্তির শর্ত পূর্ণ করার কারণে, বাধ্যতার পুরস্কার হিসাবে জীবন প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।
- বাধ্যতার শর্ত পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করে যে, এই চুক্তি নিঃশর্ত ছিল না।
- আদিপুস্তক ২:১৫-১৭
- ***পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে নিয়ে এদন উদ্যানের <u>কৃষিকর্ম ও রক্ষার্থে</u> তথায় রাখলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, "তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন কোরো; <u>কিন্তু সদসদ্‌-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তার ফল ভোজন কোরো না, কারণ যে দিন তার ফল খাবে, সে দিন মরবেই মরবে</u>।''***
- তাঁর বিধানের প্রতি যেমন ব্যবহার করুক না কেন, সমস্ত মানুষ অনন্ত আশীর্বাদ ভোগ করতে পারবে– সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যে প্রতিজ্ঞা *(blanket promise)* মানুষের প্রতি ঈশ্বর এমন প্রতিজ্ঞা করেননি।
- প্রথমে তাদের বিধান দেওয়া হয়েছে, এবং সেই বিধানের প্রতি বাধ্যতা চুক্তির আশীর্বাদ লাভ করার শর্ত হিসাবে কাজ করেছে।
- যে বাধ্যতা আবশ্যক, তা হল: নিখুঁত ও ব্যক্তিগত।
- আংশিক অথবা ত্রুটিপূর্ণ *(partial or imperfect)* বাধ্যতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
- মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং ঈশ্বরের পবিত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করতে তাকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- বিধানের সামান্য লঙ্ঘনের কোনও স্থান এখানে নেই।
- তাই এই চুক্তিকে কর্মের চুক্তি বলা হয়েছে।
- যেহেতু চুক্তির শর্ত হল, আদমের বাধ্যতা- আদমের কাজ।
- এই বিন্দুতে আপনি হয়ত এই ভেবে বিভ্রান্ত হতে পারেন, ''কর্মের দ্বারা পরিত্রাণ কি সম্ভব?"

- কর্মের দ্বারা পরিত্রাণ অসম্ভব, কিন্তু তার কারণ ধারণাগত অসম্ভব পরিস্থিতি *(conceptual impossibility)* নয়।
- কর্মের দ্বারা পরিত্রাণ অসম্ভব, তার কারণ নৈতিক অসম্ভব পরিস্থিতি *(moral impossibility)*।
- আদমে আমরা পাপে পতিত হওয়ায়, বিদ্রোহীসুলভ মানুষ *(rebellious human)* হয়েছি।
- আর ঈশ্বরের বিধানের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় বাধ্য হবার নৈতিক ক্ষমতার কোনও আশা আমাদের নেই।
- এদন উদ্যানে, চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার শাস্তি ছিল মৃত্যু।
- এই শাস্তি কেবল আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কিংবা সেই শাস্তির কার্যকরীকরণ বিলম্বিত হবার কথাও ছিল না।
- তাই, যেদিন সেই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন আদম ও হবার তৎক্ষণাৎ শারীরিকভাবে মারা পড়া উচিৎ ছিল; কিন্তু তা ঘটেনি, কারণ এর মধ্যেও ঈশ্বরের করুণা ও অনুগ্রহের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।
- মূল আদেশ ছিল পরিষ্কার– শর্ত লঙ্ঘন হল মৃত্যু।
- আর এই বাধ্যতাকে নিখুঁত ও ব্যক্তিগত হবার প্রয়োজন ছিল।
- ব্যক্তিগত মানে তাদের প্রত্যেককে বাধ্য হতে হত।
- এই কর্মের চুক্তির মধ্যে অন্যের পক্ষে একজনের দ্বারা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের কোনও সুযোগ ছিল না।
- কর্মের চুক্তির এই বৈশিষ্ট্যটি অনুগ্রহের চুক্তির মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

**(৩) <u>অনুগ্রহের চুক্তি</u>** *<u>(The Covenant of Grace)</u>*

- অনুগ্রহের চুক্তির বিষয় ওয়েস্টমিন্স্টার বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি এই কথা ঘোষণা করে,
- "মানুষ, তার পাপে পতনের দ্বারা, সেই চুক্তির দ্বারা জীবন লাভে নিজেকে অক্ষম করায়, সদাপ্রভু একটি দ্বিতীয় চুক্তি, যা সাধারণ ভাবে অনুগ্রহের চুক্তি নামে পরিচিত, সাধন করতে প্রসন্ন হলেন; যে চুক্তিতে তিনি পাপীদের প্রতি যীশু খ্রীস্টের দ্বারা বনামূল্যে জীবন ও পরিত্রাণের প্রস্তাব দিলেন; পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাদের কাছ থেকে যীশুতে বিশ্বাস আবশ্যিক করা হল, এবং যারা অনন্ত জীবনের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম করার উদ্দেশ্যে, তাদের সকলের জন্য তাঁর পবিত্র আত্মা দেবার প্রতিজ্ঞা করা হল।" (৭.৩)
- অনুগ্রহের এই চুক্তি ঈশ্বর ও পাপীদের মধ্যে করা হয়েছে, যখন কর্মের চুক্তি ঈশ্বর ও পাপে পতিত হয়নি এমন মানুষের সঙ্গে করা হয়েছিল।
- সেই কর্মের চুক্তি যখন লঙ্ঘিত হয়েছিল এবং মানুষ পাপে পতিত হয়েছিল, মানবজাতির একমাত্র আশা ঈশ্বরের অনুগ্রহে রোপিত হয়েছিল।
- অনুগ্রহের চুক্তি কিন্তু কর্মের চুক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিস্থাপিত করে না।
- ঈশ্বর এখনও বিধান লঙ্ঘনকারীদের প্রতি তাঁর ন্যায়বিচার অনুসারে কাজ করে থাকেন।
- তাই, অনুগ্রহের চুক্তি হল কর্মের চুক্তির অতিরিক্ত সংযোজন।
- কর্মের চুক্তিতে সমস্ত মানুষ অন্তর্গত।
- মানুষ এই চুক্তিকে (কর্মের চুক্তি) উপেক্ষা করতে বা বর্জন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু একে এড়াতে পারে না।
- আমরা সকলে কর্মের চুক্তির অনুমোদনের অধীনে *(under the sanctions)* আছি।

- আর অনুগ্রহের চুক্তি কর্মের চুক্তির পূর্ণতাকে বাস্তবে সম্ভব করে।
- যদিও আমরা অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকগণিত হই, তথাপি আমাদের পরিত্রাণ চূড়ান্ত ভাবে কর্মের চুক্তির পূর্ণতার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- এটা দ্বিতীয় আদম, তথা খ্রীস্টের দ্বারা অর্জিত হয়েছে, যিনি তাঁর নিখুঁত ও ব্যক্তিগত বাধ্যতার দ্বারা কর্মের চুক্তির আবশ্যকতা পূর্ণ করেছেন।
- অনুগ্রহের চুক্তির মধ্যে অনুগ্রহপূর্ণ বিষয়টি হল, আমাদের স্থানে (পরিবর্তে) খ্রীস্টের বাধ্যতাকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন।
- আমরা যা করতে অক্ষম, তা খ্রীস্ট আমাদের জন্য সাধন করেছেন।
- যেখানে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে বাধ্য ছিলাম না, সেখানে ঈশ্বর আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্টের নিখুঁত, বৈকল্পিক বাধ্যতা গ্রহণ করে থাকেন।
- অনুগ্রহের চুক্তিকে আমরা পুরাতন নিয়মের পাতায় পাতায় নির্দিষ্ট চুক্তিগুলির মধ্যে দেখতে পাই, যেগুলি অব্রাহাম, মোশি, দাউদ ও ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বর সাধন করেছিলেন।
- এই সমস্ত চুক্তি অনুগ্রহের চুক্তির প্রসারণ।

# প্রতিজ্ঞা এবং পূর্ণতা *(Promise & Fulfilment)*

**৩য় দিন; ৬ষ্ঠ পর্ব**

- প্রতিরূপ ও বিরুদ্ধ-প্রতিরূপ *(Type & Antitype)*
- প্রতিরূপ ও বিরুদ্ধ-প্রতিরূপ এমন বিষয় নয়, যাকে একজনের কী-বোর্ডের প্রতি ভালোবাসা আর অন্যজনের খাতা ও কলমের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে তুলনা করা যায়।
- অনেক বিষয় কম্পিউটরে আছে *(haves)*, এবং অনেক বিষয় কম্পিউটরে নেই *(have-nots)*।
- একই ভাবে, অনেক বিষয় খাতা-কলমের আছে *(haves)*, এবং অনেক বিষয় খাতা-কলমে নেই *(have-nots)*।
- প্রতিরূপের *(Type)* আক্ষরিক অর্থ হল নমুনা, নকশা বা আদর্শ *(model)*, অথবা একে এমন কিছু বিষয়ের উপস্থাপন *(representation)* বলা যায়, যা অধিকতর বাস্তব *(real)* ও পূর্ণমাত্রায় মৌলিক *(fully original)*।
- মূলপ্রতিরূপ *(Prototype)*– পরীক্ষামূলক নমুনা *(experimental model)*।
- প্রতিরূপ *(Type)* হল একটি নমুনা *(model)*।
- আপনি যখন কোনও বিষয়কে প্রতিরূপ হিসাবে তুলে ধরেন, তখন আপনি এমন কিছু বিষয় লাভ করেন, যা মূল বিষয় নয়, কিন্তু কোনও না কোনও ভাবে মূল বিষয়কে নির্দেশ করে।
- প্রতিরূপ ও বিরুদ্ধ-প্রতিরূপের এটাই অর্থ।
- প্রতিরূপ হল পুরাতন নিয়মের সেই সমস্ত বিষয়, যেগুলি চূড়ান্ত ভাবে খ্রীস্টকে নির্দেশ করে।
- এর একটি সংজ্ঞা *(definition)* আমি আপনাদের দেব, যা আপনাদের সাহায্য করবে।
- প্রতিরূপ হল কোনও প্রকৃত ব্যক্তি, স্থান, বস্তু, অথবা ঘটনা, যাকে ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব ও কার্যের বিষয় পূর্বাভাষের নকশা *(predictive pattern)* অথবা সাদৃশ্য *(resemblance)* হিসাবে কাজ করতে নির্ধারিত করেছিলেন।
- আসুন, এই সংজ্ঞার অর্থ উপলব্ধি করি।
- *প্রতিরূপ হল কোনও ব্যক্তি, স্থান, বস্তু অথবা ঘটনা– এরা সবাই সত্য (true), বাস্তব (real) ও প্রকৃত (factual)।*
- *. . . এটা ঈশ্বর নির্ধারিত করেছেন – কাকতালীয় ভাবে এটা খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব ও কার্যের সাদৃশ্য বহন করে না, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে তা করে।*
- *পূর্বাভাষের নকশা অথবা সাদৃশ্য হিসাবে কাজ করার জন্য– একই সত্য সেই চিত্রে (picture) ও পূর্ণতায় (fulfilment) পাওয়া যায়।*
- *খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব ও কার্যের বিষয়– পূর্ণতার মধ্যে সেই চিত্রের সত্য বর্ধিত হয় (enlarged), উচ্চীকৃত হয় (heightened) ও অর্থ পরিষ্কৃত হয় (clarified)।*

  ১. উদাহরণস্বরূপ, নিস্তারপর্বের মেষ হল খ্রীস্টের একটি প্রতিরূপ।

     - পুরাতন নিয়মে নিস্তারপর্ব একটি প্রকৃত ঘটনা ছিল।

- সেই নিস্তারপর্বের মেষও ছিল প্রকৃত বস্তু বা বিষয়।
- প্রতিরূপ ও বিরুদ্ধ-প্রতিরূপ, উভয়ের মধ্যে পরিবর্ত বলি *(substitutionary sacrifice)* এবং রক্ত দ্বারা মুক্তির *(redemption by blood)* সত্য বর্তমান।
- এই সমস্ত সত্য বিরুদ্ধ-প্রতিরূপের মধ্যে বর্ধিত হয়েছে, উচ্চীকৃত হয়েছে, এবং অর্থ পরিষ্কৃত হয়েছে।
- বিরুদ্ধ-প্রতিরূপ কেবল মেষ নয়, কিন্তু ঈশ্বর-মানব *(God-man)* ছিলেন।
- আর তিনি কেবল শারীরিক ও সাময়িক বন্দিদশা থেকে নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও অনন্ত বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছেন।

## প্রতিরূপের বিভিন্ন ধরণ

- এই উপলব্ধি মাথায় রেখে, আসুন, আমরা কয়েক প্রকার প্রতিরূপ লক্ষ্য করি।

**ব্যক্তি** *(Persons)*

- আদম, প্রতিনিধি মানুষ হিসাবে, খ্রীস্টের প্রতিরূপ ছিল (রোমীয় ৫:১৯)

**স্থান** *(Places)*

- জেরুশালেম হল স্বর্গের একটি প্রতিরূপ (গালাতীয় ৪:২২, ২৬; ইব্রীয় ১২:২২; প্রকাশিত বাক্য ২১:২)

**বস্তু** *(Objects)*

- আবাসতাম্বু হল খ্রীস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের আবাসের প্রতিরূপ (যোহন ১:১৪; ইব্রীয় ৯:৮-৯)।

**ঘটনা** *(Events)*

- নোহের জলপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসের শেষে আগত হঠাৎ ধ্বংসকে প্রতিরূপিত করা হয়েছে (মথি ২৪:৩৭-৩৯)।

**পদ বা পদাধিকার** *(Office)*

- ভাবাবদী, যাজক, এবং রাজা, এদের সকলকেই তেল দ্বারা অভিষিক্ত করা হত এবং তাদের দ্বারা প্রতিরূপিত যীশু খ্রীস্ট মহত্তম ভাববাদী (প্রেরিত ৩:২২), মহত্তম যাজক (ইব্রীয় ৩:১), এবং মহত্তম রাজা (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪) হবার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন।
- আচরণ *(Actions)*
- অনুগ্রহ-সিংহাসনের উপর রক্তের ছিটা (প্রক্ষণ) যীশু খ্রীস্টের সেই বলিদানমূলক মৃত্যুকে *(sacrificial death)* প্রতিরূপিত করেছে, যা পিতার কাছে আমাদের প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

**প্রতিষ্ঠান** *(Institutions)*

- নিস্তারপর্ব

## ইস্রায়েলের বিভিন্ন পদাধিকার *(Offices)*, যেগুলি খ্রীস্টকে নির্দেশ করেছে

- পুরাতন নিয়মের **৩টি পদাধিকারের** প্রেক্ষাপটে, আসুন, আমরা এটা দেখি।
- **ভাববাদী-যাজক-রাজা**

- এবং এগুলি বাইবেলে উল্লেখিত **মুক্তিমূলক ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের** *(redemptive historical narrative)* সঙ্গে যুক্ত।
- **সৃষ্টি-পাপে পতন-মুক্তি-পুনঃসৃষ্টি**

**<u>ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট</u>**

- এর অর্থ কী?
- এ বিষয়ে চিন্তা করার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হল তিনটি বিশেষণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া।
- ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, যার অর্থ:
    1. **জ্ঞানে**
    2. **ধার্মিকতায়**
    3. **পবিত্রতায়**
- আসুন, এগুলিকে বিশদ ভাবে দেখি, এবং শেষে এই তালিকা পূর্ণ করি।

**<u>মানুষ</u>**

- ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন।
- প্রথমে মানুষের সত্য **জ্ঞান, পবিত্রতা, এবং ধার্মিকতা** ছিল।

**<u>জ্ঞান: *ভাববাদী* হিসাবে *মানুষ*</u>**

- জ্ঞানে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করার অর্থ, আদম যখন পাপশূন্য ছিল, তখন সে এদন উদ্যানের জগতে ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিল।
- আদিপুস্তক ২:২০ পদে আদম যখন পশুদের নামকরণ করেছিল, তখন সে কেবল কিছু স্বর সংগ্রহ করে জোড়াতালি দিয়ে সেই সমস্ত সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রয়োগ করেনি।
- উদাহরণস্বরূপ, আদম যখন ঈশ্বরের সৃষ্ট নারীকে দেখেছিল, তখন আদম তাকে হবা বলে ডেকেছিল।
- 'হবা' নামের অর্থ জীবন-দায়ক, আর আদম তাকে এই নামে ডেকেছিল যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কে আদম জানত যে সেই নারীর উদ্দেশ্য হল সমস্ত জীবিত মানুষের মাতা হওয়া (আদি ৩:২০)।
- অন্য ভাবে বলা যায়, আদম যখন পাপশূন্য ছিল, তখন সেই পদাধিকারের সর্বোচ্চ অর্থে সে একজন ভাববাদী ছিল।
- আমরা ভাববাদী বলতে কেবল এই চিন্তা করি যারা ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দেয়।
- কিন্তু বাইবেলের দৃষ্টিকোন থেকে, ভাববাদীরা হল সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা ঈশ্বরের সত্যকে **দেখতে** *(see)* পেত।
- এই কারণে, পুরাতন নিয়মে, ভাববাদীদেরকে প্রায়ই দর্শক (যারা দেখতে পায়) *(seers: see-ers)* বলা হয়েছে।
- কোনও বিকৃতি ছাড়াই আদম তার সৃষ্টির সময় ঈশ্বরকে সত্য অর্থে জানতে ও দেখতে পারত।

**<u>পবিত্রতা: *যাজক* হিসাবে *মানুষ*</u>**

- এটি আরও বলে যে, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর পবিত্র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

- এর অর্থ, আদম যখন পাপশূন্য ছিল, তখন সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্রীকৃত ছিল।
- সে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথকীকৃত *(set apart)*, ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত *(devoted)* ছিল।
- পবিত্র শব্দের অর্থ 'সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত ও উৎসর্গীকৃত।'
- আদম পবিত্র ছিল।
- তার পবিত্রতা ছিল।
- সে পবিত্র ছিল, কারণ সে একমাত্র ঈশ্বরে চরম আনন্দের সন্ধান পেয়েছিল।
- পাপ করার পূর্বে, আদম ঈশ্বরের উপস্থিতিকে ভয় করেনি।
- পরিবর্তে, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আদম শান্তি অনুভব করেছে।
- একটি স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার দ্বারা, সমস্ত বিষয়ে সে প্রভুর জন্য পৃথকীকৃত ছিল।
- সম্পূর্ণ প্রকৃত অর্থে, সে একজন সত্য যাজক ছিল।

<u>ধার্মিকতা: *রাজা* হিসাবে *মানুষ*</u>

- ধার্মিকতার বিষয়, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
- ধার্মিকতা হল ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা সম্বন্ধীয়।
- ঈশ্বর কাউকে যা করতে বলেন, সে যখন তা করে, তখন তাকে ধার্মিক বলা হয়।
- আর বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বর মানুষকে যে বিষয়টি করতে বলেছিলেন, তা হল, সমগ্র পৃথিবীর উপর **রাজত্ব**।
- তাই, এ কথা বলা সঠিক যে, পাপে পতনের পূর্বে আদম রাজা ছিল।
- যেহেতু রাজা হল এমন ব্যক্তি যে **রাজত্ব** করে।
- আদমের কর্তৃত্বের নিচে যে পৃথিবীকে ঈশ্বর রেখেছিলেন, আদম তার উপর রাজত্ব করত।
- যেহেতু আদম (ভাববাদী হিসাবে) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানত, এবং (যাজক হিসাবে) কেবল ঈশ্বরের সেবা করতে ইচ্ছা করত, সে সৃষ্টির উপর রাজা হিসাবে ধার্মিকতার কাজ করতে সক্ষম ছিল।

| | ভাববাদী | যাজক | রাজা |
|---|---|---|---|
| **সৃষ্টি** | **জ্ঞান** | **পবিত্রতা** | **ধার্মিকতা** |
| **পাপে পতন** | **অজ্ঞানতা** | **পাপময়তা** | **অপরাধবোধ** |
| **মুক্তি** | *জ্ঞান* | *পবিত্রতা* | *ধার্মিকতা* |
| **পুনঃসৃষ্টি** | **জ্ঞান** | **পবিত্রতা** | **ধার্মিকতা** |

- অর্থাৎ, মানুষ ছিল, প্রকৃত অর্থে **ভাববাদী, যাজক,** ও **রাজা।**
- আদম যখন পাপ করল ও পতিত হল, আমরাও তার সঙ্গে পাপ করলাম ও পতিত হলাম।
- তাই, যীশুকে ছাড়া, সমস্ত মানুষ **অজ্ঞান, পাপপূর্ণ** ও **অপরাধী** হল।
- আর তাই সমগ্র বাইবেলের শিক্ষা হল, এই পাপে পতিত অবস্থা থেকে কিছু মানুষকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর কী করেছেন।

- তাদের **অজ্ঞানতা, পাপপূর্ণতা,** ও **অপরাধের** পরিস্থিতি থেকে **জ্ঞান, পবিত্রতা,** ও **ধার্মিকতার** পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত করতে।

**ইস্রায়েল**

- তাঁর প্রজাদের রক্ষা করতে একদিন তাঁর পুত্রকে যাতে পাঠাতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কী প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে পুরাতন নিয়ম আমাদের রূপরেখা দেয়।
- এর মধ্যে তাঁর প্রজা- ইস্রায়েলের মনোনয়ন অন্তর্ভুক্ত।
- আর তাই সেই ইস্রায়েলের মধ্য থেকে বিভিন্ন লোককে **ভাববাদী, যাজক,** ও **রাজা** হিসাবে সেবা করতে ঈশ্বর মনোনীত করেছিলেন।
- প্রথম দিকে এই সমস্ত পদাধিকার একে অন্য থেকে পরিষ্কার ভাবে পৃথকীকৃত ছিল না।
- অব্রাহাম একজন ভাববাদী ছিল (আদিপুস্তক ২০:৭), আবার বলি উৎসর্গ করার দ্বারা অব্রাহাম যাজকও ছিল (আদিপুস্তক ১৩:৪), আবার রাজা হিসাবেও অব্রাহাম কাজ করেছে (আদিপুস্তক ১৪:১-২, ১৩, ১৭-২৪)।
- কিন্তু অব্রাহামের পরিবার যখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল, এই সমস্ত পদাধিকারের জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষকে নিযুক্ত করলেন।
- ঈশ্বর মোশিকে ভাববাদী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, মোশির অনুকরণে অনেক ভাববাদী আসবে, যতদিন পর্যন্ত না সেই চূড়ান্ত মহান ভাববাদী আসেন (২বিবরণ ১৮:১৫-২০)।
- তিনি আবার হারোণকে মহাযাজক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন (যাত্রা ২৯:২৯)।
- পরবর্তীকালে, ঈশ্বর প্রকাশ করেছিলেন যে, যখন খ্রীস্ট আসবেন, তখন যাজকের এই পদাধিকারের উত্তরাধিকার (পরম্পরা) শেষ হবে (১শমূয়েল ৩:৩৫- )
- আর যখন দাউদকে ইস্রায়েলের রাজা করা হয়েছিল, ঈশ্বর আরও প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর **পুত্রের** আগমন পর্যন্ত দাউদের বংশধররা ক্রমশ অস্তিত্ব বজায় রাখবে, আর তাঁর **পুত্র** সেই সিংহাসনে চিরকালের জন্য বসবেন (২শমূয়েল ৭:১২-১৬; গীত ২; ৭২; ১১০)।
- যদিও সেখানে অনেক অবিশ্বস্ত উদাহরণ ছিল, তথাপি ঈশ্বর বিশ্বস্ত লোকদের মাধ্যমে কাজ করেছেন।
- **বিশ্বস্ত ভাববাদীদের** মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর সত্য বাক্য দিয়েছেন।
- **বিশ্বস্ত যাজকদের** মাধ্যমে, রক্তসেচন ব্যতীত যে পাপের ক্ষমা নেই, তা ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন।
- **বিশ্বস্ত রাজাদের** মাধ্যমে, সমস্ত বিষয়ে তাঁর প্রজারা কীভাবে তাঁর বাধ্য হবে, তা ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন।
- কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে, ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে, মানুষের চেষ্টা যথেষ্ট নয় এবং প্রতিজ্ঞাত মশীহ যতদিন না আসেন, ততদিন আমাদের পরিত্রাণ পূর্ণমাত্রায় ও নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না।

**যীশু**

- সব শেষে যীশু যখন আসলেন, তিনি যে কেবল এই ৩টি পদাধিকারের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ করলেন, তা নয়; কিন্তু এদের প্রত্যেকটিকে মুক্তির মহান কার্যে সংযুক্ত করলেন।

১. <u>পৃথিবীতে</u>

- তিনি এমন ভাবে কথা বললেন, যা তাঁর পূর্বে কোনও মানুষ যেভাবে কথা বলেনি, এবং তিনি সত্য বললেন-**ভাববাদী**।
- ক্রুশের উপরে চিরকালের জন্য একবারের *(once for all)* বলি হিসাবে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন- **যাজক**।
- পরিত্রাতা ও বিচারক হিসাবে তিনি সমস্ত মানুষের উপরে তাঁর কর্তৃত্ব দাবি করেছেন- **রাজা**।

২. <u>স্বর্গে</u>

- তাঁর আত্মা দ্বারা তিনি আমাদের বাইবেল দিয়েছেন এবং তা আমাদের হৃদয়ে প্রয়োগ করে থাকেন- **ভাববাদী**।
- তাঁর দ্বারা উৎসর্গীকৃত বলির উপকার সমূহ তিনি তাঁর বাক্য এবং মুদ্রাঙ্কের (এটি হল মাঙ্গলিক-সংস্কারের *(sacrament)* মাধ্যমে গ্যারান্টি) মাধ্যমে তাঁর মনোনীতদের প্রতি প্রযোগ করে থাকেন- **যাজক**।
- মৃত্যুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে, যতদিন না পর্যন্ত খ্রীস্টের সমস্ত শত্রু বশীভূত হয়, স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব এখন তাঁর অধিকার- **রাজা**।

**মনপরিবর্তন**

- তাই এই ৩টি পদাধিকারের সূত্রে খ্রীস্ট আমাদের পরিত্রাতা হন।
- মানুষ তার পতনের দ্বারা **অজ্ঞান, পাপপূর্ণ,** এবং **অপরাধী** হয়েছিল।
- সে কেবল তখনই উদ্ধার পেতে পারে, যখন তার অজ্ঞানতা সত্য জ্ঞানের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
- তার পাপময়তা পবিত্রতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
- তার অপরাধ সত্য ধার্মিকতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
- তাহলে, পাপীর মনপরিবর্তনের জন্য কীসের প্রয়োজন?

  ১. *খ্রীস্ট তাঁর বাক্য ও আত্মা দ্বারা যা শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এবং খ্রীস্ট ব্যতীত যা কেউ শিক্ষা দিতে পারে না, তা তাকে জানতে হবে। তাকে তার নিজের পাপ ও তার দুর্দশা জানতে হবে, এবং তার একমাত্র প্রতিকার হিসাবে যীশু খ্রীস্টের কাজকে তাকে জানতে হবে।*

  ২. *তাকে যীশুর রক্তের দ্বারা শুচিকৃত হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। আর তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, খ্রীস্টের বলিদানই যথেষ্ট।*

  ৩. *খ্রীস্টকে গ্রহণের দ্বারা পাপের প্রতি দাসত্বের জীবন যাপন করা তাকে বন্ধ করতে হবে, যার অর্থ, সুসমাচারে যেমন তিনি বিনামূল্যে প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, সেই সত্য অনুসারে পরিত্রাণের জন্য কেবল তাঁতে বিশ্রাম নিতে হবে।*

- অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি কেবল তখন পরিত্রাণ পায়, যখন একমাত্র খ্রীস্ট তার **ভাববাদী, যাজক,** ও **রাজা** হন।

**<u>মণ্ডলী</u>**

- ইহকালে কোনও মণ্ডলীই নিখুঁত নয়।

- কিন্তু কোনও মণ্ডলী সত্য মণ্ডলী হতে পারে না, যদি না তা খ্রীস্টকে **ভাববাদী, যাজক,** ও **রাজা** হিসাবে স্বীকার করে।
- আর মণ্ডলীর ৩টি চিহ্নের দ্বারা এই সত্য সাধন করা হয়ে থাকে:
    ১. *ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বস্ত প্রচার (The Faithful Preaching of the Word)*
    ২. *মাণ্ডলিক-সংস্কারের সঠিক সম্পাদন (The Right Administration of the Sacraments)*
    ৩. *মাণ্ডলিক শৃঙ্খলার অনুশীলন (The Exercise of Church Discipline)*

# নৈতিক বিধান *(The Moral Laws)*

**৪র্থ দিন; ৭ম পর্ব**

- **<u>ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত</u>**
- ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া মানুষের দায়িত্ব।
- এর কারণ, ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা আর মানুষ হল তাঁর সৃষ্টজীব।
- ঈশ্বর যেহেতু মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাই মানবজাতির কাছ থেকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বিষয় দাবি করার অধিকার তাঁর আছে।
- মানবজাতি যেহেতু সৃষ্টজীব, আমাদের নিজেদের পথে যাবার ও আমাদের নিজেদের বিষয় করার কোনও অধিকার আমাদের নেই।
- মানবজাতির একমাত্র সঠিক পথ হল ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা।
- তাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাই হল সেই নিয়ম, যা মেনে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে।
- মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের এই ইচ্ছা **<u>নৈতিক বিধানের</u>** মাধ্যমে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।
- এই নৈতিক বিধান **দশ আজ্ঞার** মধ্যে সারসংক্ষেপ করা হয়েছে, এবং খ্রীস্টের দ্বারা এই দশ আজ্ঞা **ভালোবাসার দুই আজ্ঞার** মধ্যে সারসংক্ষেপ করা হয়েছে।
- বাধ্যতার নিয়ম হিসাবে কর্মের চুক্তির মাধ্যমে আদমের প্রতি সর্বপ্রথম নৈতিক বিধান দত্ত হয়েছিল।
- বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি সেই দশ আজ্ঞার সমান ছিল, যা ঈশ্বর পরবর্তী কালে মোশির মাধ্যমে দিয়েছিলেন।
- কর্মের চুক্তির ন্যায় দশ আজ্ঞার একই **আকার** *(Form)* ছিল না, কিন্তু একই **অর্থ** *(Meaning)* ছিল।
  - এর একটি সাহায্যকারী উদাহরণ হিসাবে আমরা আলো ও তার বর্ণচ্ছটায় *(spectrum)* বিভক্তিকরণের মধ্যে তুলনা করতে পারি।

- **<u>সার্বজনীন ভাবে বিধান দত্ত হয়েছিল</u>**
- রোমীয় ২:১৪-১৫ পদানুসারে, বিধান সর্বদা একই অর্থের অধিকারী ছিল।
  - পরজাতিরা বিধান **লাভ করেনি**।
  - পরজাতিরা বিধান **পালন** করেছে।
  - অতএব, পরজাতিদের বিধান **আছে**।
- পরজাতিদের হৃদয়ে বিধানের ‘‘কাজ’’ লিখিত আছে।
- তা বিধানের ‘‘কথা/বাক্য’’ নয়।
- অন্যভাবে বলা যায়, **আকার** *(form)* পৃথক হলেও, **অর্থ** *(meaning)* একই।
- তাহলে, যে প্রশ্নের উদয় হয়, তা হল, কেন?

- প্রথম থেকে যদি মানুষের হৃদয়ে নৈতিক বিধান ইতিমধ্যে লিখিত হয়ে থাকে, ঈশ্বর কেন তাকে আবার প্রকাশ করেছেন?
- এর উত্তর হল, ***পাপের কারণে।***
- ঈশ্বরের নৈতিক বিধানের উপলব্ধি থেকে মুক্ত হতে পাপপূর্ণ মানুষ অনেক চেষ্টা করেছে।
- পৌল বলেছে যে, মানুষরা ঈশ্বরের সত্যকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছে।
- তাদের এই চেষ্টা যদিও কখনও সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়নি, তথাপি দশ আজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর নৈতিক বিধান প্রকাশ করা ঈশ্বরের কাছে আবশ্যক হয়েছিল।
- কারণ কেবল এর দ্বারাই পাপপূর্ণ মানুষ পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়– ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে কী চান।
- তাদের হৃদয়ে ও বিবেকে ঈশ্বরের যে নৈতিক বিধান লিখিত আছে, তাকে ভুলে যাবার জন্য মানবজাতি যখন তাদের সামর্থ অনুসারে সমস্ত চেষ্টা চালিয়েছে, তখন এটা আবশ্যক ছিল, ঈশ্বর যেন পুনরায় তাদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাঁর পবিত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

- **<u>বিধানের সার্বজনীন কর্তৃত্ব আছে</u>**

- দশ আজ্ঞা কেবল ইস্রায়েল জাতির প্রতি প্রদত্ত হয়নি।
- কিংবা এই বিধান পালন করে, তারা যাতে তাদের পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে, তার জন্যও তা দেওয়া হয়নি।
- বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, এটা সত্য নয়।
- পাপের কারণে বিধান দেওয়া হয়েছিল (গালাতীয় ৩:১৯)।
- অন্য ভাবে বলা যায়, দশ আজ্ঞা দত্ত হয়েছিল, যেন ঈশ্বরের সমস্ত প্রজা উপলব্ধি করে যে, তারা প্রকৃত অর্থে কতখানি পাপপূর্ণ।
- আজকের দিনে তা আমাদের যে পরিমাণে দেওয়া হয়েছে, পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বরের লোকদেরও একই পরিমাণে তা দত্ত হয়েছিল।
- **তাই, খ্রীস্টের কাছে আসার <u>পূর্বে</u> বিধান প্রয়োজন।**
- **কিন্তু খ্রীস্টের কাছে আসার <u>পরেও</u> বিধান প্রয়োজন।**
- খ্রীস্ট আমাদের পরিত্রাণ করার পর যে আমাদের বিধানের প্রয়োজন নেই, তা নয়।
- খ্রীস্টের পরিত্রাণ বিধানকে বাতিল করে না।
- **পরিত্রাণ পাবার জন্য, বিধান আমাদের খ্রীস্টের <u>কাছে আসতে প্রেরণা দেয়</u>** *(drives)*।
- **আর পরিত্রাণ পাবার কারণে, খ্রীস্ট আমাদের বিধানের <u>কাছে নিয়ে আসেন</u>** *(brings)*।
- যোহন ১৪:২১

- **<u>বিধানের প্রকারভেদ</u>**

- নৈতিক বিধানের পাশাপাশি বাইবেলে অন্যান্য বিধানও আছে।
- ৩ প্রকারের বিধান আছে।

- **নৈতিক বিধান, পর্ব-সংক্রান্ত বিধান, এবং সরকারি বিধান** *(Moral, Ceremonial, and Civil)*
- আবাসতাম্বু ও মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত, বলিদান-সংক্রান্ত আরাধনার সঙ্গে পর্ব-সংক্রান্ত বিধান সম্পর্কীত।
- জাতি হিসাবে ইস্রায়েল কীভাবে শাসিত হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে তারা কী কী নিয়ম পালন করবে, তা সরকারী বিধানের সঙ্গে সম্পর্কীত।
- পর্ব-সংক্রান্ত বিধান আর প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।
- তারা খ্রীস্ট যীশুতে পূর্ণ হয়েছে।
- একই ভাবে, সরকারি বিধানও আর চলবে না, যেহেতু ভৌগলিক-রাজনৈতিক দিক থেকে পুরাতন নিয়মের সত্য ইস্রায়েল আর নেই।
- কিন্তু নৈতিক আজ্ঞা, যা দশ আজ্ঞা এবং খ্রীস্টের ভালোবাসার দুই আজ্ঞার মধ্যে প্রকাশিত, তা ক্রমশ বর্তমান।
- যীশু নিজে বলেছিলেন যে, তিনি বিধান লোপ করতে নয়, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছিলেন (মথি ৫:১৭)।
- নৈতিক আজ্ঞা পূর্ণ করার অর্থ হল, আমাদের উদ্ধার করা, যেন আমরাও আমাদের পাপ থেকে ফিরি এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের পথে চলতে শুরু করি।

- **<u>বিধান ও প্রেম</u>**

- একটি ভুল ধারণা আছে, আর তা হল, বিধান ও প্রেম পরস্পর-বিরোধী।
- এখানে যে ধারণাটা কাজ করে, তা হল, বিধান পূর্ণ করার জন্য কিছুর প্রয়োজন, কিন্তু প্রেম অন্যকে নির্দেশ (হুকুম) দেয়।
- এই ধারণা অন্য নামেও পরিচিত—উদাহরণস্বরূপ, পরিস্থিতিগত নীতিবিদ্যা *(Situational Ethics)*।
- কিন্তু এই তর্কের প্রাথমিক ভিত্তি হল, প্রেম বিধানের বিপরীত হতে পারে এবং বিধান প্রেমের বিপরীত হতে পারে।
- আর এই চিন্তার প্রস্তাবকারীরা অনেক সময় যীশুকে এই ভাবে উপস্থিত করেন, যিনি প্রেমের বিধান পূর্ণ করতে, বিধানের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলেন।
- কিন্তু এই চিন্তা বাইবেলের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।
- মথি ৫:১৭ পদে, যীশু পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন যে, তিনি বিধান ধ্বংস করতে নয়, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছিলেন।
- উপরন্তু, তিনি তাঁর শিষ্যদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, এবং অন্যদেরকে বিধান লঙ্ঘন করার শিক্ষা দানের বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন (মথি ৫:১৯)।
- পর্বতে দত্ত উপদেশে, যীশু পরম্পরাগত উপলব্ধি অনুসারে বিধানের ব্যাখ্যাকে বর্জন করেছেন, কিন্তু বিধান প্রকৃত অর্থে কতখানি চরম, তা তিনি দেখিয়েছেন।
- প্রকৃত পক্ষে, যীশুর চিন্তার মান, ইহুদি পরম্পরার দ্বারা প্রচলিত মানুষের উপলব্ধি অপেক্ষা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট ও কঠোর (মথি ৫:২০)।
- বিধান ও প্রেমের মধ্যে বিরোধের শিক্ষার বিরুদ্ধে, যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিধান পালন করতে প্রেম আমাদের পরিচালনা দিয়ে থাকে। (যোহন ১৪:১৫; ১৪:১৪; ১যোহন ৫:৩)

- তাই যেখানে ঈশ্বরের বিধানকে বাধা দেবার প্রবণতা দেখা যায়, সেখানে বুঝতে হবে প্রেম সম্বন্ধে ভুল ধারণা বর্তমান।
- আমরা যদি কেবল নিজেদের ভালোবাসি, তাহলে ঈশ্বর যে সমস্ত বিষয় নিষেধ করেন, তা করতে আমরা পরিচালনা অনুভব করি।
- কিন্তু আমরা যদি সবার উপরে ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তারপর প্রতিবেশিকে নিজের মতো প্রেম করি, তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমরা আগ্রহী হব।
- আর তাই, প্রেম আমাদের বিধান পালন করতে পরিচালনা দেয়।

- **<u>সর্ব কালের জন্য একটি বিধান</u>**
- একটি ভ্রান্ত শিক্ষা পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে ঐক্যকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে।
- আর সেই ভ্রান্ত শিক্ষাটি হল **<u>যুগবাদের ঈশতত্ত্ব</u>** *(Dispensational Theology)*
- এই শিক্ষার মূল ভ্রান্তি হল সেই উপলব্ধি, যা দুটি নিয়মে (পুরাতনে ও নতুনে) ঈশ্বরের বিধানকে পৃথক ভাবে দেখে।
- এই ভ্রান্তির একটি আকার হল, এমন কথা বলা, 'পুরাতন নিয়মের সময় ঈশ্বরের প্রজারা প্রথমে ঈশ্বরের বিধান পালন করতে বাধ্য ছিল, এবং পরে তারা তাদের বাধ্যতার পুরস্কার হিসাবে ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার পেত।'
- কিন্তু যাত্রাপুস্তক ২০:২ পদে আমরা দেখতে পাই যে, এ কথা সত্য নয়।
- মিশরের দাসত্ব থেকে ঈশ্বর যখন তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করেছিলেন, তখন তারা দশ আজ্ঞা পালন করেছিল বলে তিনি তাদের উদ্ধার করেননি।
- প্রথমে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন, এবং তারপর তিনি তাদের দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
- তাই, উদ্ধার পাবার জন্য তাদের দ্বারা বিধান পালন আশা করা হয়নি।
- পরিবর্তে, এটা ছিল **<u>ইতিমধ্যে উদ্ধার পাবার কারণে বাধ্যতা</u>**।
- আর খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে এটা ঠিক একই ভাবে ঘটে থাকে *(exactly the same)*।
- নতুন নিয়ম আমাদের এই কথা বলে না যে, প্রথমে আমাদের ঈশ্বরের বিধান পালন করতে হবে, আর তারপর আমরা উদ্ধার পাব।
- নতুন নিয়ম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের প্রথমে উদ্ধার পেতে হবে, এবং তারপর ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।
- একটি আরও মারাত্মক ভুল শিক্ষা হল, যেহেতু যীশু তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের বিধান পালন করেছেন, সেইহেতু আমাদের আর দশ আজ্ঞা পালনের কোনও প্রয়োজন নেই।
- এটা হল **বিধান-বিরোধিবাদ** *(Antinominianism)*
- অন্য ভাবে বলা যায়, এই মতবাদ এমন শিক্ষা দেয় যে, দশ আজ্ঞার প্রতি নতুন নিয়মের বিশ্বাসীর মনোযোগ দেবার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ এখন দশ আজ্ঞার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।
- প্রকৃতপক্ষে, উদ্ধার পাবার কারণে, এখন ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে আমরা আরও বেশি বাধ্যবাধকতা অনুভব করি।

- <u>**বিধানের নিখুঁততা**</u>
- <u>**দশ আজ্ঞায়, আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছার প্রকাশ দেখতে পাই।**</u>
- এই তালিকায় কোনও নতুন সংযোজন প্রয়োজন নেই।
- তারা যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত।
- <u>**দশ আজ্ঞায়, একটি ঈশ্বর-নির্ধারিত ক্রম বা বিন্যাস** *(Divine Order in arrangement)* **আমাদের দেওয়া হয়েছে।**</u>
- প্রথম ৪টি আজ্ঞা আমাদের সত্য ঈশ্বরের **সত্য আরাধনা** করতে শিক্ষা দেয়।
- শেষ ৬টি আজ্ঞা সত্য ঈশ্বরের **সত্য সেবা** করতে শিক্ষা দেয়।
- তাই দশ আজ্ঞার মধ্যে আমরা একটি ক্রম বা বিন্যাস দেখতে পাই।
- আর এই ক্রমের পেছনে যে নীতি বর্তমান, তা হল, ঈশ্বর-কেন্দ্রীকতা।
- ঈশ্বর সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ।
- সম্পূর্ণ ১০টিই ঈশ্বরের বিষয়– কেবল ১ম-৪র্থ আজ্ঞা ঈশ্বরের বিষয়, আর ৫ম-১০ম মানুষের বিষয়, এমন নয়।
- <u>**দশ আজ্ঞায়, একটি চরম ঐক্য বর্তমান।**</u>
- অন্যগুলি লঙ্ঘন না করে, আমরা একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারি না।
- প্রথম ৪টি আজ্ঞা **ঈশ্বরের আরাধনা** সম্বন্ধীয়।
  - প্রথম আজ্ঞা **সত্য আরাধনার পাত্র** *(Object of true worship)* সম্বন্ধীয়। (একমাত্র ঈশ্বর)
  - দ্বিতীয় আজ্ঞা **আমরা কীভাবে সত্য আরাধনা করব** *(How we truly worship)*, সেই সম্বন্ধে। (প্রতিমা পূজা)
  - তৃতীয় আজ্ঞা **সত্য আরাধনার মনোভাব** *(Attitude of true worship)* সম্বন্ধীয়। (ঈশ্বরের নাম)
  - চতুর্থ আজ্ঞা **সত্য আরাধনার সময়** *(Time of true worship)* সম্বন্ধীয়। (বিশ্রাম বার)
- শেষ ৬টি আজ্ঞা **ঈশ্বরের সেবা** সম্বন্ধীয়।
  - পঞ্চম আজ্ঞা **সেবায় বাধ্যতা** *(Obedience in service)* সম্বন্ধীয়। (পিতামাতাকে সমাদর)
  - ষষ্ঠ আজ্ঞা **সেবায় সম্মান** *(Honour in service)* সম্বন্ধীয়। (নরহত্যা)
  - সপ্তম আজ্ঞা **সেবায় শ্রদ্ধা** *(Respect in service)* সম্বন্ধীয়। (ব্যভিচার)
  - অষ্টম আজ্ঞা **সেবায় মালিকত্ব** *(Ownership in service)* সম্বন্ধীয়। (চুরি)
  - নবম আজ্ঞা **সেবায় বাক্য/কথা** *(Words in service)* সম্বন্ধীয়। (মিথ্যাসাক্ষ্য)
  - দশম আজ্ঞায় **সেবায় পরিতৃপ্তি** *(Contentment in service)* সম্বন্ধীয়। (লোভ)

# সাংস্কৃতিক আজ্ঞা *(Cultural Mandate)*

**৪র্থ দিন; ৮ম পর্ব**

**সূচনার শাস্ত্রাংশ**

***"পরে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন; ঈশ্বর বললেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মাছদের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, এবং মাটিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।"*** আদিপুস্তক ১:২৮

- এখানে, ঈশ্বর আদম ও হবাকে, প্রথম পুরুষ ও প্রথম নারীকে, পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব দিয়েছেন।
- কিন্তু, তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে যা উপযুক্ত মনে হয়, সেইভাবে পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবেন জন্য।
- আদম ও হবা, উভয়েই ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ *(God's steward)* হবার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল।
- সাংস্কৃতিক আজ্ঞা হল, যীশুর জন্য, যিনি সকলের প্রভু, **সমস্ত** ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে মণ্ডলীর প্রতি বিস্তারিত নির্দেশ।
- সাংস্কৃতিক আজ্ঞা হল, সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্তকারী একটি ধারণা, যা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তারিত, যেখানে সকলের ভালোর জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত করতে, মানুষের মন ও হাতকে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- এই প্রাথমিক ধারণাকে ভিত্তি করে, আসুন, প্রথমে আমরা যীশুর প্রভুত্বের প্রতি দৃষ্টি দিই, এবং তারপর আমরা দেখব, তা কীভাবে কাজ সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধিকে প্রভাবিত করে।

**খ্রীস্টের প্রভুত্ব** *(The Lordship of Christ)*

- **জাগতিক ও ঐশ্বরিক বিষয়ের উপরে** *(Over the secular and the sacred)*
- ***"কারণ যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে জীবিত থাকি; এবং যদি মরি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে মরি। অতএব, আমরা জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।"*** রোমীয় ১৪:৮
- **খ্রীস্টীয় জীবন খ্রীস্টের প্রভুত্বের নিচে অবস্থান করে।**
- ভ্রান্তি:
- শাস্ত্র যখন কোনও বিষয়ে স্বরব, তখন সে বিষয়ে নীরব থাকা।
    - বিধান-বিরোধীতা
    - তাঁর বাক্যকে **উপেক্ষা** করার দ্বারা ঈশ্বরকে **উপেক্ষা** করা
    - স্বাধীনতা = স্বেচ্ছাচারিতা, বলে মনে করা।
    - পাপ **থেকে** *(from)* স্বাধীনতা মানে পাপের **প্রতি** *(to)* স্বাধীনতা নয়।
- শাস্ত্র যখন কোনও বিষয়ে নীরব, তখন সে বিষয়ে স্বরব হওয়া।

- o বিধানসর্বস্ববাদী *(Legalist)*
- o নির্দেশ দানের দ্বারা ঈশ্বর হবার ভান করা *(Pretending to be God by Prescribing)*।

- সঠিক পথ:
- শাস্ত্র যখন কোনও বিষয়ে স্বরব, তখন সে বিষয়ে স্বরব হওয়া; শাস্ত্র যখন কোনও বিষয় নীরব, তখন সে বিষয়ে নীরব থাকা।

**উপচিয়া পড়া জীবনকে** *(Abundant life)* **স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার** *(Liberty & Responsibility)* **দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।**

- স্বাধীনতা হল, পাপ ও তার শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়া।
- দায়িত্বশীলতা হল, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতায় ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপনে স্বাধীনতা।

**খ্রীস্টীয় জীবন-যাত্রায় নীতি** *(Principles for Christian Living)*

- খ্রীস্টই একমাত্র প্রভু।
    - o কেবল খ্রীস্টের রাজত্বই গুরুত্বপূর্ণ।
- সৃষ্টি হল খ্রীস্টের জন্য
    - o উত্তম *(good)*, ভালো নয় *(not well)*।
- সৃষ্টি হল উত্তম
    - o বাহ্যিক বিষয় নয়, আভ্যন্তরীন বিষয়ই আমাদের কলুষিত করে।
- খ্রীস্টে স্বাধীনতার অর্থ, মাংসের সুযোগ নয়।
    - o পাপ থেকে স্বাধীনতা এবং বাধ্যতার প্রতি স্বাধীনতা।
- মানুষের তৈরি প্রভুত্ব খ্রীস্টের প্রভুত্ব জবরদখল *(usurp)* করে।

**কাজ** *(WORK)*

- **অলস হওয়া অনৈতিক/সঠিক নয়** *(wrong)*
- ***"আর হে ভাইরা, আমরা তোমাদের বিনয় করছি, যারা অনিয়মিতরূপে চলে, তাদের চেতনা দেও, ক্ষীণসাহসীদের সান্ত্বনা কর, সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও।"*** ১থিষলনীকীয় ৫:১৪
- এখানে, বেকারদের দোষী করা হয়নি।
- কিংবা তাদের বিষয়ও বলা হয়নি, যারা কাজ করতে চায়, কিন্তু কাজ করতে পারে না।
- কিন্তু তাদের বিষয় বলা হয়েছে, যাদের কাজ আছে, যারা কাজ করতে পারে, কিন্তু কাজ করে না।
- পৌল এখানে কাজের বিষয় বলছে।

**খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে, কাজ কেবল কাজ নয়**

- জগৎ যে অর্থে উপলব্ধি করে, সেই অর্থে কাজ নয়।
- তাই, বাইবেলের শিক্ষানুসারে, কাজকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।
- ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন থেকে।
- কাজ সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক, এবং তা মানুষদের কষ্ট দিচ্ছে।
- জগৎ সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে ও মৃত্যুর উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে, কারণ এর কোনও আমূল সংস্কারকারী ও বৈপ্লবিক কর্মের মতবাদ নেই, যা ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।
- কাজ সম্বন্ধে খ্রীস্টীয় চিন্তা অন্য সমস্ত ধর্ম বা চিন্তা থেকে পৃথক।
- আর এর অভাবের ফলস্বরূপ, অনেক লোক পরাজিত হচ্ছে।
- আর তাই, আমাদের উচিৎ সত্য ঈশ্বর-কেন্দ্রিক কাজের মতবাদের পুনরুদ্ধার করা।

**খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে, কাজ কেবল অর্থ (টাকা) *(money)* নয়**

- জগৎ আমাদের শিক্ষা দেয়, কাজ হল এমন বিষয় যা অর্থের (টাকার) জন্য আমরা করে থাকি।
- আর সেই অর্থ (টাকা) দিয়ে আমরা যা চাই, তা করতে পারি।
- খুব কম লোকই কাজের জন্য কাজ করে থাকে।
- বেশির ভাগ মানুষ তাদের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কাজ করে থাকে – অর্থ (টাকা) *(money)* অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা *(status)*।
    - ডাক্তারের উচিৎ লোকদের কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে আরোগ্যদান বা উপশম দেওয়া।
    - উকিলের উচিৎ ন্যায়বিচার ও সত্যের জন্য চেষ্টা করা
- তাই আমাদের প্রয়োজন কাজ সম্বন্ধে একটি বাইবেলভিত্তিক মতবাদ তৈরী করা।

**খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে, কাজ কেবল একটি চাকরি *(Job)* নয়**

- কাজ কেবল সেই চাকরি নয়, যা আমরা সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত করে থাকি।
- এটি যে কোনও বিষয় হতে পারে, যার সঙ্গে আপনি জড়িত।
- তাই, যখনই আমরা আমাদের করণীয় কিছু বিষয়ের কাছে আসি, তখনই আমাদের সঠিক পথে সাড়া দিতে হবে।

**খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জন্য কাজ হল:**

**অন্যদের সেবায় সৃজনশীল ক্ষমতার অনুগ্রহপূর্ণ প্রকাশ।**

- একে ২টি ব্যবহারিক পথনির্দেশ ও ২টি প্রেরণামূলক নীতির সাহায্যে ভেঙ্গে বলুন।
- এগুলিকে একসঙ্গে দেখতে হবে।
- আমি প্রথমে ব্যবহারিক পথনির্দেশ দেব, কিন্তু তা প্রেরণামূলক নীতির সঙ্গে করতে হবে।

- তা না হলে, আপনি কাজ সম্বন্ধে বাইবেলভিত্তিক মতবাদের সত্য এবং এর মধ্যে আমূল-সংস্কারমূলক প্রকৃতি দেখতে পাবেন না।
- আপনাকে কাজ সম্বন্ধে বাইবেলভিত্তিক মতবাদের আমূল-সংস্কারমূলক প্রকৃতিকে দেখতে হবে।
- আপনাকে এটা দেখতে হবে।
- কারণ:
- **<u>কাজের বাইবেলভিত্তিক মতবাদই প্রকৃত বিশ্রাম লাভের একমাত্র পথ।</u>**
- খ্রীস্টবিশ্বাসীরা বিশ্রাম থেকে উত্থিত কাজের অধিকারী, কিন্তু জগৎ বিশ্রামহীন কাজের অধিকারী।

- তারপর প্রেরণামূলক নীতি।

**যে কারণে আপনি কাজ করেন, তা হল, ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করা।**

- **ঈশ্বর:**
  - **এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন** *(created)* → **সৃষ্টি** *(Creation)*
  - **এই পৃথিবীতে এসেছেন** *(came)* → **দেহায়ন (মাংসে মূর্তিমান)** *(Incarnation)*
  - **এই পৃথিবীকে মুক্তি দেবেন** *(redeem)* → **পুনরুত্থান** *(Resurrection)*
  - **এই পৃথিবীর পুনরুদ্ধার/পুনর্নির্মাণ করবেন** *(restore)* → **পরিপূর্ণতা** *(Consummation)*
- ঈশ্বর যে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সেই পৃথিবীকে ভালোবাসেন।
- এই জগতের বাইরে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না।
- এই জগতের জন্য আমরা মুক্তি পাচ্ছি।
- তাই, সমস্ত কাজ হল, সৃজনশীলতার প্রকাশ এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে সঠিক ক্রমের আনয়ন।

**যে কারণে আমরা কাজ করি, তা হল, এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করি।**

- ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।
- আপনার নিজের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয়।
- আপনার মানুষ মনিবকে *(boss)* সন্তুষ্ট করার জন্য নয়।
- ঈশ্বর আপনার অর্থনৈতিক কারণ হন।
- ঈশ্বর আপনার মনিব *(boss)* বা ব্যবস্থাপক *(manager)* হন।
- এটি হল এমন বিষয়, যা আপনি প্রথমে চাইবেন না।
- যেহেতু আপনি ঈশ্বরের জন্য কাজ করছেন, সেইহেতু আপনি আপনার দুপুরের বিরতির সময় বর্ধিত করতে পারেন না।
- আপনি আপনার কাজে ঢিলা দিতে পারেন না।

- আপনি যখন কোনও কোম্পানীতে কাজ করেন এবং আপনার উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দূরে থাকেন, আপনি কি বেশির ভাগ সময় মন্থর গতিতে কাজ করেন?
- কিন্তু এই ভাবে চিন্তা করার অর্থ, মূল বিষয়কে হারিয়ে ফেলা।
- সন্তুষ্ট করার অর্থ, প্রশমিত করা নয় *(Pleaseing is not appeasing)*
- বাইবেল যখন আমাদের বলে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের জীবন যাপন করা উচিৎ, তখন তার অর্থ এই নয় যে, আপনি ঈশ্বরকে প্রশমিত করতে আপনার জীবন যাপন করছেন।
- সেখানে অনেক বড়ো পার্থক্য বর্তমান।
- হয় নিজের বিষয় ভালো অনুভূতির জন্য আপনি কাজ করছেন, আত্মসম্মান লাভের জন্য, এমনকী ঈশ্বরকে প্রশমিত করার জন্যও আপনি তা করতে পারেন।
- এমন অনেক মানুষ আছে, যারা ভালো ও নৈতিক জীবন যাপনকারী, এবং তাদের যা করতে হবে, তা তারা নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন, এবং তারা এমন কথা বলেন, ''যাইহোক, আমি এতো ভালো, যদিও আমার এত ভালো হবার প্রয়োজন ছিল না। তাই, ঈশ্বরকে আমার কথা শুনতে হবে। তাঁকে আমার সমস্ত প্রার্থনার উত্তর দিতে হবে।"
- এটা হল ঈশ্বরকে প্রশমিত করার কাজ, তাঁকে সন্তুষ্ট করার কাজ নয়।
- তাহলে, সন্তুষ্ট করার অর্থ কী?
- বাইবেল যখন আমাদের ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জীবন যাপন করতে বলে, তখন তার অর্থ, ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার মধ্যে নিছক প্রসন্নতা।
- যদি না আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যদি না আপনি জানেন যে আপনি আপনার নিজের সৎকাজের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারেন না, যদি না আপনি জানেন যে ঈশ্বর আপনাকে যীশুর কাজের কারণে পরিত্রাণ করেন। আর আপনি দরিদ্রদের সাহায্য করতে যান, অথবা আপনি আপনার চাকরিতে যান, অথবা আপনি যা-ই করুন না কেন, তা যত ভালো বলে মনে হোক না কেন, আপনি তা সর্বদা আপনার স্বার্থে করে থাকেন।
- আপনি কখনও কোনও চাকরি অথবা কোনও ব্যক্তিকে সাহায্য সেই চাকরি অথবা ব্যক্তির জন্য নিছক প্রসন্নতার কারণে করতে পারেন না।
- আপনি তা সর্বদা কিছু পাবার উদ্দেশ্যে করছেন– তাদের কাছ থেকে অথবা ঈশ্বরের কাছ থেকে।
- কিন্তু আপনি যদি জানেন যে, যীশু যা করেছেন, তার কারণে ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন।
- আপনি যদি জানেন যে, খ্রীস্টের কাজের কারণে ঈশ্বর আপনাকে গ্রহণ করে থাকেন।
- তাহলে আপনি জানবেন যে, আপনাকে ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।
- আর তাই আপনি যখন কোনও কাজ করতে জগতে যান, আপনি সেই কাজ করেন আপনার প্রভুর নিছক প্রসন্নতার কারণে।
- আপনি তাদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় লোকদের ভালোবাসেন না।
- আপনি তাদের জন্য তাদের ভালোবাসেন।
- নিজের বিষয় ভালো অনুভূতির কারণে, আপনি লোকদের সাহায্য করেন না।
- আপনি তা করেন শুধুমাত্র দরিদ্ররা মূল্যবান লোক হবার কারণে।
- আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় ঈশ্বরের জন্য কাজ করেন না।

- তিনি আপনার জন্য যা করেছেন শুধুমাত্র তার কারণে তাঁর হৃদয়ে আনন্দ দিতে আপনি তা করে থাকেন।
- অন্য ভাবে বলা যায়, আপনি যদি সুসমাচারে প্রকাশিত ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ না করে থাকেন, আপনার পক্ষে সত্য সৎকর্ম করা সম্ভব নয়।
- আপনি যদি না জানেন যে আপনার সৎকাজের দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা আপনি পরিত্রাণ পেয়েছেন, আপনি যা কিছু করেন তা আপনার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।
- আর তাই, যা কিছু আপনি করেন, তা কৃতিত্ব অর্জনের দুশ্চিন্তায় পূর্ণ।
- আপনি যা কিছু করবেন, তা আপনার শরীরকে ভেঙ্গে ফেলবে।
- এটাই হল মস্ত বড়ো বিড়ম্বনা *(irony)*।
- যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি অর্থ (টাকা) বা পদমর্যদার পরিবর্তে, ঈশ্বরের কারণে, লোকদের কারণে, এবং কাজের কারণে কাজ করতে শিখবেন, সেই কাজ আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।
- এই কারণে যীশু এমন কথা বলেছিলেন, ***"যে কেউ আমার জন্য প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে"*** (মথি ১০:৩৯)।
- আপনি যদি ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতার জন্য কাজ করেন, আপনি কখনও প্রকৃত সন্তুষ্টি লাভ করবেন না।
- যেহেতু সেই কাজ হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিংবা খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ।
- হয় আপনি মৃত্যুর জন্য কাজ করবেন, নয় আপনি নিজের মধ্যে মৃত্যু বহন করবেন।
- কিন্তু আপনি যদি ঈশ্বরের জন্য কাজ করেন, আপনার পক্ষে যে সমস্ত বিষয় কল্পনা করা সম্ভব, আপনি তাদের প্রত্যেকটির পরিপূর্ণতা লাভ করবেন।
- সেখানে শান্তি থাকবে, সেখানে বিশ্রাম থাকবে।
- এক ধরণের কাজ আছে, যা গভীর বিশ্রাম থেকে উদিত হয়।
- ইব্রীয়দের প্রতি পত্র ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য বিশ্রামের কথা বলে।
- আপনি যখন আপনার জন্য যীশু কী করেছেন, তার সুসমাচার জানেন, উপলব্ধি করেন ও গ্রহণ করেন, আপনি তখন সেই বিশ্রামে প্রবেশ করেন।
- আপনার নিজের মধ্য থেকে বিশ্রাম এবং আপনার নিজের কাজ অথবা যে কোনও উপায়ের মাধ্যমে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা , ব্যর্থ হতে বাধ্য।
- পরিবর্তে, আপনি বিশ্রামের উত্তরে কাজ করে থাকেন।
- আর তার অর্থ কী?
- আপনি সর্বদা সর্বোত্তম ভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেন এবং তা যেন আপনি প্রভুর জন্য করেন।
- কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আপনি অত্যধিক খাটেন *(overwork)*।
  - অগ্নিরথ *(Chariots of Fire)*।
  - এরিক্ লীডেল *(Eric Lidell)*, হারল্ড অব্রামস্ *(Harold Abrams)*।
  - তারা উভয়েই দৌড়বীর ছিল, এবং গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে অলিম্পিকে দৌড়েছিল।
  - তারা উভয়েই ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদকের দাবিদার ছিল।

- আর সেই চলচিত্রের একটি দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, লীডেল তার বোনকে এমন কথা বলেছে, ‘‘আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাকে চীন দেশের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, আমি একজন মিশনারী হতে চাই। কিন্তু আমি আরও বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাকে দ্রুত দৌড়াবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর তাই আমি যখন দৌড়াই, আমি তখন আনন্দ উপভোগ করি।’’
- আমি যখন দৌড়াই, আমি তখন আনন্দ উপভোগ করি।
- তাই, আমি যখন ঈশ্বরের আহ্বানে উত্তর দিই এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করি, যেহেতু আমি জানি যে আমি তাঁর সন্তান, আমি তখন তাঁর আনন্দ উপভোগ করি।
- স্বর্ণ পদক জয় করার উদ্দেশে লীডেলকে কঠোর প্রশিক্ষণ ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল।
- অন্যদিকে, আপনি কি জানেন, হ্যারল্ড অব্রাম কী বলেছিল?
- আমার বয়স ২৪, আর আমি পরিতৃপ্তি কাকে বলে, তা জানি না। আমি সর্বদা পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছি, কিন্তু আমি জানি না, কীসের পিছনে আমি ছুটছি। আমি যখন দৌড়াই, তখন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আমার কাছে মাত্র ১০ সেকেণ্ড থাকে।
- আপনি কি এটা দেখতে পাচ্ছেন?
- এখানে আমরা দুইজন ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি, উভয়েই কঠোর পরিশ্রম করছে।
- কিন্তু একজন যখন তা আনন্দের সঙ্গে করছে, অন্যজন নয়।
- একজন তা বিশ্রামের সঙ্গে করছে, কিন্তু অন্যজন নয়।
- একজন এটাও জানে না, সে সেই কাজ এত কষ্ট করে কেন করছে, কিন্তু অন্যজন তার যথার্থ উত্তরের অধিকারী।
- আর সেই চলচিত্র যে বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছে, তা হল, লীডেলের কাজের একটা সীমা ছিল।
- সে ঈশ্বরের প্রসন্নতার উদ্দেশে দৌড়াত এবং কঠোর পরিশ্রম করত।
- কিন্তু তার সীমা ছিল।
- সে ঠিক করেছিল, রবিবারে সে দৌড়াবে না।
- তাই অলিম্পিকে, সে যখন দেখতে পেল যে, ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইনাল রবিবারে অনুষ্ঠিত হবে।
- সে তার পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।
- সে ফাইনালে দৌড়াবে না।
- এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় কাজ করেছিল, কিন্তু তার জন্য একটি সীমানা ছিল, একটা সীমান্ত ছিল।
- একটি সীমা ছিল।
- সে অত্যধিক কাজ করেনি।
- যেহেতু সে ঈশ্বরের জন্য কাজ করেছিল, আর সে ঈশ্বরের বিশ্রামের অধিকারী ছিল।

- আমরা যদি ঈশ্বরের সাব্বাথ বিশ্রামের অধিকারী হই, তার অর্থ, আমরা কাজ করব, কিন্তু অত্যধিক কাজ নয়।
- আমি যে কেবল রবিবারে কাজ করতে নিষেধ করছি, তা নয়।
- আমি আমাদের হৃদয়ের গভীরতার বিষয় বলছি।
- আমাদের হৃদয়ে সুসমাচারের প্রকৃত বিশ্রাম আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বোত্তমতার জন্য চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করে।